মৃত্যুর পর

(জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী
মহারাজের একান্ত - ঘরোয়া তত্ত্ব আলোচনা সংকলন)

অভিনব দর্শন প্রকাশন

রাম নারায়ণ রাম
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
চপল মিত্র

শ্রুতিলেখিকা ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ --- শুভ মহালয়া
১৩ই অক্টোবর, ২০০৪
২৬শে আশ্বিন, ১৪১১

দ্বিতীয় প্রকাশ --
২৩শে জানুয়ারী, ২০০৫
৩রা মাঘ, ১৪১১

মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ১ হইতে মুদ্রিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মুখবন্ধ

মৃত্যু - এ এক কঠোর বাস্তব, কোন অবস্থাতেই এর থেকে রেহাই নেই। ছিলাম বলেই এসেছি, এসেছি বলেই যেতে হবে। যাওয়ার বাস্তব পরিণতিই হল মৃত্যু। কিন্তু কেন এসেছি, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব? মৃত্যু কি? মৃত্যুর পরে আত্মার কি হয়? আত্মার পুনজন্ম হয় কিনা? আত্মার মুক্তির জন্য যাগযজ্ঞ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রয়োজন হয় কিনা? এইসব বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই শুরু হয়ে এসেছে অনেক জল্পনা কল্পনা, ভাব-উচ্ছ্বাস, আবেগ, আলোচনা সমালোচনার ঝড়। কিন্তু আজও বর্তমান Hi-Tech যুগে তার কোন সমাধান সূত্রের দিগন্ত উন্মুক্ত হলোনা। যে বা যাঁরা এই নিয়ে (আত্মা) বিশ্লেষণ করেছেন তাতেও থেকে গেছে অনেক গলদ, কল্পনা, ভাব-উচ্ছ্বাস, আর পান্ডিত্যের অহংকার। আসলে পূর্ণ বিষয় বস্তুকে অপূর্ণ বিষয়বস্তু দিয়ে ভরার অলীক প্রচেষ্টা। তারই জেরে আজকের সমাজে আত্মা নিয়ে চলছে ব্যবসা আর ভন্ড সাধু গুরু মহানদের উৎপাত। এই সব উৎপাত উৎখাতকল্পে, ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহরাজের মুখনিঃসৃত বেদতত্ত্ব একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী করা হয়েছে। এই বেদতত্ত্ব-শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী অবস্থা থেকে মুদ্রণাকারে লিপিবদ্ধ করে (শ্রীশ্রী ঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশ মত, যা চলার পথে মানুষের জীবনে আত্মা সম্মন্ধে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দেবে) ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রচারের গুরুদায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন। তারজন্য একটি সংকলন বিভাগও শ্রীশ্রী ঠাকুর গঠন করে নাম দিয়েছেন ''অভিনব দর্শন''। ''অভিনব দর্শন'' প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আর্শীবাদ স্বরূপ তিনি তাঁর ''বাহন'' টি আমাদের প্রদান করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে বালক ব্রক্ষচারী ট্রাষ্টে'র প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল - **মৃত্যুর পর**।

চপল মিত্র

প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'মৃত্যুর পর' বইটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে চারিদিকে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী এবং একান্ত ঘরোয়া তত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য সবাই আগ্রহ প্রকাশ করছেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত বই নিঃশেষ হয়ে যাওয়াতে সকল ভাইবোন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তমন্ডলীর অনুরোধে আমরা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার কথা চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছি। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে **বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্ট** এই দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছে। সবাই যেভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন ও তত্ত্বের মধু পান করার জন্য অধীর হয়ে পড়েছেন, তাতে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত।

বইখানির প্রথম সংস্করণ যেভাবে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্ত্তী সংস্করণ এবং অন্যান্য বইগুলিও যাতে সেইভাবেই ছাপানো হয়, সেই অনুরোধও অনেকে করেছেন। আমরা সেইভাবেই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্বপিপাসু সকল ভাইবোন ও অনুগত ভক্তবৃন্দকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

চপল মিত্র

২৩শে জানুয়ারী, ২০০৫ ***প্রকাশক***

দেহী-বিদেহী

(১১-১১-১৯৮৪)

প্রত্যেকটি বডির প্রত্যেকটি নার্ভ, হার্ট বল, গলব্লাডার বল, ষ্টমাক বল, ফুসফুস বল -- সৃষ্টির কারিগরিতে এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। এ এমন অদ্ভুত ব্যাপার যে, সেটিংটা কখনও এ্যাক্সিডেন্টালি হয় না। এখানে হাতে ধরে ধরে অঙ্কের মত সাজিয়ে দিয়েছে সুন্দরভাবে পরপর পরপর, পরপর পরপর।

সৃষ্টির গতি প্রকৃতি জন্ম আর মৃত্যুতেই শেষ নয়। তার পরবর্ত্তী অধ্যায় যদি না থাকে, এই সৃষ্টির মানেই হয় না।

কারপরে কি হবে, কারপরে কি হবে, এতটুকুনু বেশীকমে বডি থাকবে না। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা এত সহজে দেখতে পাচ্ছ। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা এত সহজে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ; তাই তার মূল্য দিতে পারছো না। যার ব্যাপারটা এত অদ্ভুত, এত রহস্য, এত কারিকুরি, এত আর্ট - তার গতি প্রকৃতি জন্ম আর মৃত্যুতেই শেষ, নয়। তার পরবর্ত্তী অধ্যায় যদি না থাকে, তাহলে এই সৃষ্টির মানেই হয় না। পরবর্ত্তী অধ্যায় আছে বলেই এই সৃষ্টির এত ব্যবস্থা।

অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারবে যে, পরবর্ত্তী কি আছে। পরবর্ত্তী কিছু না থাকলে এত ব্যবস্থা থাকতো না।

তার পরবর্ত্তী অধ্যায়টা কি? বুঝতে পারতেছে*১ না কেউ, জানতে পারতেছে না কেউ। কিন্তু বুঝতে পারতেছে না বইলা ছাইড়া দিলে চলবে না। বুঝতে হবে। এই সবগুলো দেখে দেখে বুঝতে হবে।

*১ পরমপিতা জন্ম সিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রুতিলিখনে এবং টেপ-রেকর্ড থেকে সংকলনে, তিনি যখন যেমন ভাষা ব্যবহার করেছেন, হুবহু সেটাই রেখে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কখনও কখনও তিনি একই বাক্যে পূর্ববঙ্গের ভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ব্যবহার করেছেন। ঠিক সেইভাবেই তাঁর বাণী জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোল।

পরবর্ত্তী অবস্থায় কি হবে, সেটা এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছে। তার ইঙ্গিত দিয়ে দিচ্ছে।

একটা লোকের যদি কাজগুলো দেখা যায় ; লক্ষ্য করা যায়, তা হইলে বুঝা যায় যে, সে-ই এই কাজ করছে। এই আঁকছে, এই রং দিচ্ছে; তাহলে কি বলবে না, সে একজন আর্টিষ্ট? তাকে কি বলবে না, সে বিচক্ষণ? তাকে না দেখলেও তার কার্য দেখে কি বুঝা যায় না? তার উদ্দেশ্য কি বুঝা যায় না? না দেখলেও কাজ দেখে তো বুঝা যায় । রাস্তায় arrow দেখে কি বুঝা যায় না রাস্তা কোন্‌দিকে? লোক না থাকলেও বুঝা কি যায় না? কোন্‌দিকে যাবে না যাবে, পথ যদি ঠিক করে দেওয়া হয়, বুঝে নেওয়া যায় তো? তোমার পথ তোমাকে এমনভাবে arrow দিয়ে রেখেছে, যদি তুমি বুঝতে চাও, জানতে চাও, তাহলে তুমি অনায়াসে এর থেকে উদ্ধার করতে পার, পরবর্ত্তী কি হবে। অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারবে যে, পরবর্ত্তী কি আছে। পরবর্ত্তী কিছু না থাকলে এত ব্যবস্থা থাকতো না। চারিদিকে এত ব্যবস্থা রয়েছে, সম্পূর্ণ ব্যবস্থা--বুঝে নিতে হবে। জল নাই, চারিদিকে জল নাই। একজায়গায় একজনে দেখে কি, ঘরের পাত্রে জল। এখানে জল কোথা থেকে আসলো? ঘরের এই পাত্রে জল কোথা থেকে আসলো? তখন দেখা গেল, ঝর্ণার সাথে ঐ বাড়ীর একটা পাইপ এমনভাবে join করে দেওয়া আছে, তাতে একটু একটু করে ঝর্ণার জল পড়তাছে। ঐ জলেই তো জানিয়ে দিল জলের ব্যবস্থা আছে। নাহলে এই জলটা কোত্থেকে আসলো? একটাই জানিয়ে দেয় আর একটার কথা।

ভাস্কোডা-গামাকে জানিয়ে দিল একটি পাখীর বাসা। তখন ওদের কি অবস্থা - খাবার নাই, জল নাই। ওদের চিৎকার উঠে গেল। কিন্তু আশার আলো পাইল, যখন দেখলো একটা পাখীর বাসা ভেসে আসছে। তখনই ওরা বুঝতে পারলো, পাড় সামনে রয়েছে। তা নাহলে এই বাসা কোত্থেকে আসলো? তখন ওরা পূর্ণোদ্যমে আবার নৌকা বাইতে আরম্ভ করলো। বাইতে বাইতে, বাইতে বাইতে ১০/১৫ মাইল এগিয়ে গেল। তখন পাড় খুঁজে পেল। তাহলে একটা চিহ্ন, একটা চিহ্নে বুঝাইয়া দিল, এই বাসা কোত্থেকে আইল, সামনে পাড় না থাকলে? তোমাদের এরকম চিহ্ন রয়েছে

অনেক। হাজার হাজার চিহ্ন রয়েছে চারিদিকে, যেই চিহ্নে বুঝাইযা দেবে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কি আছে। পরবর্ত্তী অবস্থায় কি হবে, সেটা এখনি বুঝাইয়া দিতেছে। তার ইঙ্গিত দিয়া দিতেছে।

সব জিনিস যেটা দেখা যায় না, বুঝা যায় না, সেই জিনিস নিয়া তোমরা বেশী deal করতাছ মানে ব্যবহার করতাছ। এইটাই আগে বেশী করে বুঝবার। Definition of soul, আত্মার definition, আত্মার সংজ্ঞা আজও কেউ দিতে পারে নাই। তার একটুখানি ইঙ্গিত দিচ্ছি। মানুষ আত্মাকে দেখতে পায় না। তোমাদের জীবনে তোমরা বেশীরভাগ যা ব্যবহার করছো, সেটা বেশীরভাগই তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। সবটাই উপলব্ধি করে যাচ্ছ। যেমন, শব্দটা দেখতে পাও? শব্দ দেখতে পাও না। কিন্তু শব্দটা দেখতে পাও না বলে কি শব্দটা নাই? আছে শব্দ তুমি শুনতে তো পাচ্ছ। তোমার কানটা দিল কেন? Nature তোমাকে আর কত বুঝাবে? Sound নাই; একথা তুমি বলতে পারবে না। Sound একটা matter; শব্দ একটা বস্তু। এটা তুমি জেনে রেখ। ভাল করে মনে রেখ। যখন শব্দটা তোমার কানে এসে পৌঁছচ্ছে, তখন শব্দ একটা নিশ্চয়ই আছে। এটা তুমি বুঝতে পারলা। অথচ শব্দটা দেখতে পারলা না।

জীবনে তোমরা বেশীরভাগ যা ব্যবহার করছো, সেটা বেশীরভাগই তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। সবটাই উপলব্ধি করে যাচ্ছ।

চোখ দিয়া তুমি দেখতে পাচ্ছ? আজও তুমি খুঁজে পাচ্ছ না চক্ষু দেখে কি না। কথা বুঝতে পেরেছ? চোখ দিয়া যে দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু খুঁইজা দেখবা চোখ দুইটা যখন খুইলা রাইখা দেওয়া হয়, সেই চক্ষু দেখে না। আবার সেই চোখই যখন লাগাইয়া দেওয়া হয়, সেই চোখ দিয়া দ্যাখে, বুঝতে পেরেছ? দেখেটা কে? বুঝতে পেরেছ কি বললাম? এই চোখ দুইটাই খুলছে। আবার ঠিকঠাক লাগাইয়া দিছে। আরেকজন দেখতেছে। তোমার চোখ খুইলা আরেকজনরে লাগাইয়া দিছে। সে আবার দেখতেছে। তবে দ্যাখেটা কে? চোখে দেখে? জ্বলে কে? বাল্‌ব

দ্যাখেটা কে? চোখে দেখে? জ্বলে কে? বাল্‌ব জ্বলে? না, ব্যাটারি জ্বলে?

জ্বলে? না, ব্যাটারি জ্বলে? বাল্‌ব তো জ্বলে না। এমনি বাল্‌ব জ্বলবে? তবে বাল্‌বটা কি? ভিতরের জ্বলাটা তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। ব্যাটারিটা, যেটা চার্জ্‌ড্ হয়, সেটা প্রকাশ পাচ্ছে বাল্‌বের ভিতর দিয়ে। চক্ষু একটা বাল্‌ব, বুঝতে পারছো? তোমার চোখ আরেকজনরে লাগানো হইছে। সে দেখতে পারে। জানো তো এটা? চক্ষু ব্যাঙ্কই আছে। আজকের থিকা না। বেদের যুগে*২ কি হইত? একজন হয়তো আরেকজনরে বললো, ''ভাই, আমার চোখটা ভাল না। তোর চোখটা একটু নিয়া যাব? ভাই, তুই একটু বয়। আমি তোর চোখটা নিয়া একটু ঘুইরা আসি।''

সে আবার বললো, 'তাড়াতাড়ি আইসা পড়িস্। আমি কিন্তু বইসা রইলাম।'

সে বইসা রইলো। তার চোখ নিয়া আরেকজন ঘুইরা টুইরা, খেলাধুলা, কাজকর্ম কইরা আইসা বললো, 'নে তোর চোখ দুইটা নে।' এখন কেউ যদি বলে, 'ভাই, আমার টর্চের বাল্‌বটা ভাল না। তোর টর্চের বাল্‌বটা আমারে দে।' সেই বাল্‌বটা জ্বলবে না? একই তো কথা। চোখে দেখে? না, কে দেখে? খুঁইজা পাইবা না। আমি কি বলছি? যা নিয়ে তোমরা চলতাছ, তাদের একটার সাথে ও তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ নাই।

ঘ্রাণটা দেখতে পাচ্ছ? কিন্তু পাচ্ছতো। খুঁজে দেখো তো, কে ঘ্রাণ পায়? খুঁজেই পাবে না। কিন্তু পেয়ে তো যাচ্ছ।

ঘ্রাণ পাচ্ছ? ঘ্রাণটা দেখতে পাচ্ছ? কিন্তু পাচ্ছ তো। খুঁজে দেখো তো, কে ঘ্রাণ পায়? খুঁইজাই পাইবা না। কিন্তু পেয়ে তো যাচ্ছ। জিজ্ঞাসা করো তো নাকেরে; ঘ্রাণ কে পায়? নাক বলবে, তাতো কইতে পারুম না। কিন্তু পাইতাছি।

এমনি পাইলে ক্যামনে হইব? জিনিসটা তো না দেখলে পাও? লাভ

*২ জ্ঞানের যুগ। বেদ অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানের চরম বিকাশই বিজ্ঞান। বেদের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান সর্বদিকে সর্বশাস্ত্রে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল।

আছে কিছু? খুঁইজা তো পাইলা না। যা পাইতাছ, তার একটাও তো তুমি দেখতে পাইলা না। খুঁইজাও পাইলা না। যে পায়, সেও জানলো না।

এইবার জিহ্বায় মধু দিলা। সেই জিহ্বায় তিতা দিলা, সেই জিহ্বায় টক দিলা।

যতগুলো মেলামেশা, খেলাধুলা করছো, সবগুলো ফাঁকা জায়গা বিষয়বস্তু নিয়া তোমরা কিন্তু চলাফেরা করছো।

জিহ্বারে জিজ্ঞাসা করলা, 'কি পাইলা?'

জিহ্বা উত্তর দিল, 'স্বাদ পাইছি।'

-- স্বাদ খুঁইজা পাইবা?

-- তাতো জানি না।

স্বাদ খুঁজে পাচ্ছ? স্বাদ খুঁজে পেলে না। কানে শুনলে যেটা, খুঁজে পেলে না। চোখে দেখলা যেটা, সেটাও খুঁজে পেলে না।

এই যে বুঝতে পারছো, কে বুঝতে পারছে? সেটা খুঁজে পাও? জিজ্ঞেস করে দেখো তো, কে বুঝতাছে? তারে খুঁইজা পাইতাছ কি না? যতগুলি তোমরা deal করছো এখানে, একটাকেও তোমরা খুঁইজা পাইতাছ না। যতগুলো মেলামেশা , খেলাধুলা করছো, সবগুলো ফাঁকা জায়গার বিষয়বস্তু নিয়া তোমরা কিন্তু চলাফেরা করছো। সব ফাঁকা জায়গার বিষয়বস্তু। একটাও কিন্তু তোমার ধরাছোঁয়ার বিষয়বস্তু নয়। একটাও না। যতগুলো অবস্থার কথা বললাম, দেখা শুনা, খাওয়া, ঘ্রাণ, বুঝ, বিবেচনা ইত্যাদি যা কিছু ধরলা, আস্তে আস্তে সবকিছুই গেল। একটাকেও ধরতে পারলা না, বুঝতে পারলা না, জানতে পারলা না। একটাকেও খুঁইজা পাইলা না। কারে নিয়া তুমি এতদিন মিশলা? এই কয়টা দিয়াই চাবি দিয়া আত্মা কইরা ফ্যালাইয়া দাও। এই কয়টা দিয়াই মিশাইয়া দাও। বিবেচনা রইল, দর্শন রইল, স্পর্শন রইল, স্বাদ রইল, ধ্বনি রইল -- এই সব কয়টারে রাইখা চাবি মাইরা দিয়া body টারে ফেইলা দিয়া (ফেলে দিয়ে) ছাইড়া দাও। এই কয়টা তো বেড়িয়ে গেল। সে কয়টা তো তোমার দেখার জিনিস না। এতদিন তুমি না দেখার জিনিস নিয়াই তো খেলা করছো। তুমি সবসময় নাড়াচড়া করছো বলে মূল্য দিতাছ না।

বাড়ীর হীরাটা হায়দ্রাবাদের নিজামের বাড়ীতে পেপার ওয়েট। হায়দ্রাবাদের নিজাম এতবড় হীরা দিয়া কাগজ চাপা দিত। তার বাড়ীতে ঐটাই রেলের পাথর। আর আমাগো পেপার ওয়েট কি? রেলের পাথর। না হইলে এখানের ওখানের পাথর; তা না হইলে কাচের ফুটা-ফাটা থাকে না সব? তাই দিয়াই আমরা চাপা দেই।

কিন্তু তোমরা কি করেছ? এতবড় diamond-টা নিয়া রেলের পাথরের মত ব্যবহার কইরা চলছো। টেবিলে চাপা দিয়েছ তোমাগো কাগজপত্র, বুঝতে পারছো? সেই যে মূল্যবান diamond, সেই diamond নিয়া এতদিন খেলা করছো? কি কি? সচেতন, বুদ্ধি, বিবেচনা শ্রবণ, ঘ্রাণ, দর্শন, স্বাদ, অনুভূতি -- এই কয়টা আসল। এই কয়টা সার, diamond. এই কয়টা নিয়া এতদিন কি করছো, চিন্তা কইরা দেখ। খেলাধুলা করছো। প্রেম করছো, মেলামেশা করছো, 'আয়, আয়, আয়।' 'চলুন, আসেন, বসেন।' সব ফাঁকা আওয়াজ নিয়া ঘর করছো। 'আপনি ক্যামন আছেন?' সব ফাঁকা। 'আমি আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসি।' সব ফাঁকা। 'আমিও আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসি।' কে যে কারে ভালবাসলো? সেও শূন্যে ভালবাসলো। তুমিও শূন্যে ভালবাসলা। সব শূন্যে ঢিল। শূন্যে ঢিল আর কোথায় যাইব? সে তো অন্য কোথাও পড়বো না। সব শূন্যে পড়তেছে। সব শূন্যে হাউই বাজি, বুঝলা না? সোঁ-ও-ও-ও কইরা উইড়া (উড়ে) যায়। দৌড় কতটুকু? সব শূন্যে উইড়া যায়। শেষে আবার নীচে পইরা যায়। বুঝছো তো? এ তল্লাটে যত প্রেম করছো, ভালবাসছো, শূন্যে হাউই বাজি।

সেও শূন্যে ভালবাসলো। তুমিও শূন্যে ভালবাসলা। সব শূন্যে ঢিল।

'আপনাকে ছাড়া কাউকে পাচ্ছি না, আপনি একটু দেখুন।'

-- 'না, না, না। আপনি আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন।' এইসব কথা ফাঁকা আওয়াজে চলছে। কারণ তুমি যা কইতাছ, তুমি জান না কে কইতাছে। কি করতাছ, তারে খুঁইজা পাইতাছ না। একটা কথা যে বলতাছ,

শেষবেলা কোনটাই টিকে না। ভুলবোঝাবুঝি আরম্ভ হইয়া গেছে। ভুলবোঝাবুঝি কেন? ফাঁকা আওয়াজে।

তারে যদি খুঁইজা না পাও, সে কথা বইলা লাভটা কি? যারে বলতাছ, সেও খুঁইজা পাইতেছে না। 'আমাকে বলতাছে, আর আমি কি বলতাছি। ' শুধু সামনাসামনি যা পাইতাছি, তাই বলতাছি। ইন্দ্রিয়গুলি আছে এখানে। সামনাসামনি শুধু 'টস্'*৩ মারতাছে বইয়া বইয়া। টস্ মারা, শুধু মারামারি চলছে। আর কিচ্ছু না। শেষবেলা কোনটাই টিকে না। ভুলবোঝাবুঝি আরম্ভ হইয়া গেছে। ভুলবোঝাবুঝি কেন? ফাঁকা আওয়াজে। কি করবো? ধুলা পইড়া গেছে। ধুলা উড়তাছে রাস্তায়। এরমধ্যে আবার বৃষ্টি হইয়া গেছে। দৌড়াইতে আরম্ভ করছে। রৌদ্র উঠছে। মাথাটা ভিজছে। কোনটাই ঠিক নাই। একবার মাথায় ছাতি দেয়। একবার চোখে কাপড় দেয়। একবার নাকে কাপড় দেয়। কোনটাই ঠিক নাই। বুঝলা না? আবার গাছতলায় যায়। ঝড় উইঠা গেছে। Posting*৪ নাই। কে খোঁজে জানে না। কে বোঝে জানে না। কোনটাই খুঁইজা পাইতেছে না। কোনটাই জানে না। যে বলতেছে, তারে যদি খুঁইজা পাওয়া না যায়, তার লগে বন্ধুত্ব করা যায়? তার লগে ভালবাসা করা যায়? যারে খুঁইজা পাওয়া যায় না, তারে ভালবাসবে? ঘরের মধ্যে যদি সাপ ছাইড়া দেই, খুঁইজা না পাইলে সেই ঘরে শুইতে পারবি? সাপটা ঘরে আছে, খুঁইজা পাই না। সেই ঘরে শোওয়া যায়? আছে জানি। তন্ন তন্ন কইরা খুঁইজা পাইতাছি না। খ্যাচাখ্যাচ্ খ্যাচাখ্যাচ্ কইরা কাটতাছি। হাড়, মাংস, রক্তের মধ্যে কিছুই তো দেখতাছি না। কিছুই তো পাইতাছি না। 'আমি'টা কই? বুঝে কেটা? এত যে প্রেম করলাম, এত যে ভালবাসলাম, এত যে লেনদেন করলাম, কেটা করলো? কেটা? এত করলো কেটা? খুঁইজাই তো পাইতেছি না। সব তো nil হইয়া গেল।

এত যে প্রেম করলাম, এত যে ভালবাসলাম, এত যে লেনদেন করলাম, কেটা করলো? কেটা?

আমি যারে খুঁইজা পাই না, সেই নিখোঁজের সাথে সম্পর্ক করা যায়? নিখোঁজের সাথে সম্পর্ক করা যায় না। যার পরিচয়পত্র নাই, তার লগে তুমি বন্ধুত্ব করবা? যার পরিচয় জান না, ঠিকানা জান না, তার লগে

*৩ ক্যারামবোর্ড খেলতে বসে স্ট্রাইকার দিয়ে টস মেরে সমস্ত গুটিগুলিকে যেমন ছড়িয়ে দেওয়া হয়, সেরকম ইন্দ্রিয়গুলির নানা চাহিদা পরিপূরণ করতে গিয়ে আমাদের জীবনটাও এলোমেলো, ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

*৪ দিশাহারা জীবনে কোন নির্দিষ্ট স্থান বা লক্ষ্য নাই।

বোনেরে বিয়া দিবা? যে নিজের পরিচয় জানে না, বাপের নাম কইতে পারে না, বাড়ীর ঠিকানা কইতে পারে না, তারে বিশ্বাস করবা? ঘরে জায়গা দিবা? কথা বুইঝো। কখনো কেউ দেয়? তোমার অস্তিত্ব কোথায়? তুমি নিজের পরিচয় দিতে পার না। পার পরিচয় দিতে? নিজের নাম গোত্র*৫ জান না। শুধু ঠ্যাকার*৬ কাম চালাইছে। তর নাম এই থুইলাম। এইটা তো তার নাম হইল না। কে খাইতাছে, কইতে পারতাছ না। কে শুনতাছে, কইতে পারতাছ না। বেকুব, বেল্লিক তোমরা। বেল্লিক কইব না তোমাগো?

এখানকার কোন্ সঙ্গে কোন্ relation তোমার থাকতে পারে? এইজন্যই কোন relation নাই। এইজন্য death, Relation নাই বলেই মৃত্যু।

কইতে পার না। কে শুনছে, কইতে পার না। 'তুমি শুনছো?' জিজ্ঞেস করলে বলবে, 'শুনছি তো। কিন্তু কে শুনছে, কইতে পারি না।' হ্যাট্। মিথ্যুক কোথাকার। 'শুনছোস্ তো?' 'শুনেছি তো। খুঁইজা পাইতাছি না, কে শুনছে?' কে ঘ্রাণ পাইছে? বলতে পারতাছি না। কে স্বাদ পাইছে? কইতে পারতাছি না। জিহ্বায় সব স্বাদই তো পাইতাছি। কে পাইতাছে, বলতে পারতাছি না। মহামুস্কিল। না বলতে পারলে মিথ্যা কথা কইতাছ না? না বলতে পারলে সেই স্বাদের দামটা কি আছে? তোমার দামটা কি আছে, বল? সেই লোক যদি অন্য কারও সঙ্গে মিশতে যায়, চলতে যায়, অন্য জায়গায় কথাবার্তা বলতে যায়, তারে বিশ্বাসটা কি? তার কোন বিশ্বাস আছে? তার কোন অস্তিত্ব আছে? এখানে তার কোন দামই নাই কারও কাছে। আবার তার কাছেও এখানকার কোন কিছুরই দাম নাই। সেই বুঝটাই তো তোমার ফুটলো না। এখানকার সঙ্গে কোন্ relation তোমার থাকতে পারে?

*৫ বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত তথাকথিত সংস্কারগত নাম ও গোত্রের কথা এখানে বলা হয়নি। মহাশূন্যের কোন্ অন্তর্নিহিত সুর ও সাড়া থেকে আমরা এসেছি, সেই চৈতন্যময় অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। সেটার সঠিক বার্তা তো আমাদের জানা নেই।

*৬ কাজ চালিয়ে নেওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে। একটি শিশুর জন্মের পরে যে নাম রাখা হয়, যে নামে তাকে ডাকা হয়, সেটা তো তার আসল নাম নয়, পরিচয় নয়।

এইজন্যই কোন relation নাই। এইজন্য death, Relation নাই বলেই মৃত্যু। তোমার এখানে relation থাকবে না। Relation রাখতে পারবে না বলেই তোমার মৃত্যু। এখানে কোন relation নাই। কোন জিনিসে তোমার অধিকার নাই। এখানে ভালবাসার অধিকার নাই। নেওয়ার অধিকার নাই। খাওয়ার অধিকার নাই। রাখার অধিকার নাই। অধিকার নাই বইলাই বুঝতে পারতেছ না কার? 'কার?' যদি বুঝতে পারতা, তাইলে থাকার অধিকার হইত, খাওয়ার অধিকার হইত, নেওয়ার অধিকার হইত। সব অধিকার থেকে বঞ্চিত; কারণ বুঝতে পারতেছো না তুমি কে? তুমি কোথায়? কোথা থিকা আইছো? তোমার ঠিকানা জান না, কোথায় যাইবা জান না। তুমি হারা উদ্দেশ্যে পথহারা, দিশাহারা। তোমার আবার এখানে কিসের অধিকার? এখানে কোনকিছুর অধিকার তোমার নাই। ঘরবাড়ী কোনকিছুই ধরবার অধিকার তোমার নাই। এখানে প্রেম করবার অধিকার তোমার নাই। বাচ্চা দেবার অধিকার তোমার নাই। সুতরাং তোমার এখানে মৃত্যু ছাড়া কোন গতি নাই। যেগুলি আছিল, তুমি যাওয়ার সময় ওগুলি নিয়া চইলা গেলা গিয়া। এগুলি তোমার আছে, বুঝছো খালি। কোথায় আছে? কি ব্যাপার, তুমি জান না। জানবা কখন? বাইরাইয়া (বেড়িয়ে) গেলে বুঝবা। আইট্‌কা (আটকে) রইছো তো। যেই বাইরাইয়া*৭ গেলা, তখন বুঝতে বাধ্য। Nature এর law কি? Nature এর fundamental law --'যেটা আছে, সেটা থাকবে।' যেটা থাকবে, সেটা বুঝতে বাধ্য। কোথা থিকা আইছো (এসেছ)? কোথায় যাইবা? না বোঝার হইলে nature তোমায় এটা দিত না। সুতরাং তুমি বুঝতে পারবেই। তবে এখন তুমি বুঝতে পারছো না কেন? নিশ্চয়ই বুঝটা পরে হবে। অথবা বুঝটা আরও সুপক্ক হয় নাই;

*৭ বাইরাইয়া গেলা -- এই সম্পর্কে সকলের বোঝার সুবিধার জন্য শ্রী শ্রী ঠাকুরের একটি ঘরোয়া class উদ্ধৃত করা হল -- শ্বাস-প্রশ্বাস বর্জন আর গ্রহণের মাঝে আমরা যে প্রতিনিয়ত জীবন-মৃত্যুর দুর্লভ মূহূর্ত্ত রচনা করে চলেছি, চিন্তা করেছ কোনদিন? মৃত্যু কি? একটা পরিবর্ত্তন, রূপের পরিবর্ত্তন।

ধরার ধারাপাতার ধারায় সৃষ্টির যে অপরূপ রূপ; বস্তুর মাঝে রূপে রূপে রূপান্তরিত হতে হতে বয়ে চলে যে রূপের ধারা, তাতে শুধু আশ্চর্যের পর আশ্চর্যই হতে হয়। গ্রন্থের আগে থাকে পূর্বাভাস। তেমনি জন্মের সাথে সাথেই এই বাস্তবজগতের বিষয়বস্তুগুলোর মাঝে যে arrow থাকে, সেই arrow ধরে ধরে arrow-র মাধ্যমে যে ইঙ্গিত পাচ্ছ, সেটা বুঝবার চেষ্টা

বোঝার অধিকার হয় নাই। অথবা বুঝতে চেষ্টা কর নাই। সুতরাং today & tomorrow তোমার বুঝতে হবেই। আছে যখন, বুঝতে হবেই তোমার। না বুঝতে পারলে, এই বুঝ দিত না তোমায়। এই জ্ঞান দিত না। শোনার অধিকার দিত না। দর্শনের অধিকার দিত না। স্বাদের অধিকার দিত না। সম্পূর্ণ অধিকার কোথা থিকা আইছে? কিভাবে আইছে? কোন্ পর্দাটা ছুইটা গেলে তোমার হবে; সেই পর্দাটা বাদ দিলেই তোমার আসবে। এই পর্দাটা বাদ দিলেই তোমার আসবে। এই পর্দাটা হয়েছে তোমার death। Death এর জন্য wait করছে। Untill - Unless মৃত্যু না হইলে এই পর্দা ছুটানো যাবে না। death এর আগে এমন কোন work কর নাই, যাতে তুমি এটাকে ছুটাইতে পার। তাহলে হইয়া যাইত। তার আগে তুমি কিছুই

কর। সেই ইঙ্গিত কি বুঝাচ্ছে? জীবনের মাঝে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে কি পাও না? আমাদের এই দেহযন্ত্র ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর পূর্বাভাস জানিয়ে কি দেয় না? চৈতন্যের সুর ও সাড়া নিয়েই তো এই দেহ সচেতন। নাহলে আমাদের এই দেহ তো শবদেহ। আমরা চিতাশয্যায় শয়ন করে রয়েছি আর প্রতিমুহূর্ত্তে মৃতদেহ বহন করে চলেছি। মৃত্যু হয়ে গেলে কাঁধে করে নিয়ে যায়। আর আমরাই জীবিত অবস্থায় আমাদের মৃতদেহকে বহন করে চলেছি। প্রকৃতি কি বিরাট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আমাদের সামনে, বুঝেছ কি?

মৃত্যুর সাথে সাথে দেহের মধ্য থেকে ইচ্ছাশক্তি, দর্শনশক্তি, স্পর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি প্রভৃতি চৈতন্যের সুর ও সাড়াগুলি মিলিয়ে যায় মহাশূন্যে বাষ্পাকারে, আর দেহটি পড়ে থাকে অচেতন অবস্থায়। তখন তাকে জলে ডোবাও, আগুনে পোড়াও কোন সাড়া নেই। কোন অবস্থার সাথে আর মিল্‌তি নেই। কিন্তু দেহটি অচেতন মনে হলেও তার মাঝে জাপ্য (গভীরে) হয়ে রয়েছে চেতনার সাড়া। নাহলে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে মৃতের চক্ষু দান করার কথা, অন্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করার কথা চিন্তা করা হোত না। আর একটি কথা, মৃতদেহটি রেখে দিলে সেটি বিকৃত হয়ে তার মাঝে নানারকম কীটের উৎপত্তি হয়। প্রাণ না থাকলে প্রাণের সাড়া আসতে পারে না -- একথা বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসম্মত। তাহলে এই মৃতদেহকে রক্ষা করার অবস্থা কে সৃষ্টি করলো? এই সৃষ্টি যে নিয়মে হয়েছে, সেই চেতন বস্তুর দ্বারাই পৃথিবীর নিয়মে দেহটি ঐ অবস্থায় পড়ে আছে। ঐ অবস্থাকে রক্ষা করার জন্য প্রকৃতির কতবড় শক্তি যে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, চিন্তা করা যায় না। এমনি দেখলে মনে হবে, যিনি ছিলেন, তিনি নেই। কিন্তু তিনি তো তখনও নেই। কারণ কে দেখে? কে শোনে? কে বোঝে? তাঁকে তো খুঁজে পাই না। তিনি তো খোঁজের মাঝে নিখোঁজ হয়েই আছেন। তাই 'আছেন' আর 'নাই' -- এই দুইয়ের মাঝে সেতুবন্ধনের প্রয়াস তো চিরন্তন। দেহের মাঝে যিনি 'আছেন' বলে মনে করছো, তিনি 'আছেন' কি ? তাঁর খোঁজ পেয়েছ কি? আবার তিনি 'নাই' একথা ও তো বলতে পার না। কারণ তুমি শুনছো তো? ঘ্রাণ পাচ্ছ তো? এ বড় অদ্ভুত বিষয়। এ অতি গভীর তত্ত্ব। তাই মৃত্যু কি? একটা পরিবর্তন, রূপের পরিবর্তন -- এ ছাড়া আর কি বলবে বল?

কর নাই। তার আগে তুমি ঝঞ্ঝাট বাঁধাইছ বইসা বইসা। এর লগে, ওর লগে, তার লগে ঝঞ্ঝাট বাঁধাইছ। এই কাম করছো, ওই কাম করছো, Capital বাড়াও নাই। এই Capital-ই খাইয়া ফেলাইছ। আসলটাই খাইয়া শেষ কইরা ফেলাইছ। সুতরাং ক্যামনে হইব?

Nature তোমাকে বলছে, পটে (দেহপাত্রে) যখন তুমি এইগুলি পেয়েছ, Pot minus (দেহবিয়োগ) হলে সেইগুলি সম্পূর্ণ তোমার অধিকারে আসবে। Pot বাদ দিলে, Pot minus হলেই এইগুলো তোমার কবলে, তোমার কব্জায়, তোমার অধিকারে আসবে। তখন সব জানতে পারবা, বুঝতে পারবা। কোথায় যাবা জানতে পারবা, কে কোথায় আছে বুঝতে পারবা। কি করছো বুঝবা। কি কি অন্যায় করছো, জানতে পারবা। তখন আফশোস আসবে। Seal মারা হইয়া যাবে। তখন বুঝতে পারবা। এটাই হইল Soul।

আত্মা দেখবো ক্যামনে? আত্মা আছে, তার প্রমাণ কি? তুমি; তুমিইতো প্রমাণ। না দেখাই তো আত্মা। দেখতে পাচ্ছ না, সেটাই তো soul। সেটাই তো sense।

Soul-টারে দেখবা ক্যামনে? এইগুলিই দেখতে পাও না। না দেখা জিনিস নিয়াই তো খেলছো। বাইরাইবা না দেখা জিনিস নিয়া, আবার দেখতে চাও কোন্ হিসাবে? বুঝতে পারছো, কি বললাম? এত খেলছো না দেখার জিনিস লইয়া, বাইরাইয়া গিয়া আবার দেখতে চাও? আত্মা দেখবো ক্যামনে? আত্মা আছে, তার প্রমাণ কি? তুমি, তুমিইতো প্রমাণ। না দেখাই তো আত্মা। দেখতে পাচ্ছ না, সেটাই তো soul সেটাই তো sense। Sense টা বাইরাইয়া গেলে, সেইটাও দেখবা না। এইটাও*৮ দেখবা না। এইটাই দেখতেছো না বইয়া বইয়া আর হেইটা (soul) দেখতে চাও? কিছুটা দিলাম।

*৮ দেহের ভিতরে থেকেও যে, কে দেখে? কে শোনে? কে বোঝে? কে ঘ্রাণ নেয়? খুঁজে পাওয়া যায় না, দেখা যায় না।

কেট্‌লি না ভাতের হাঁড়ির ঢাকনাটা লাফাইছিল। তখন সে চিন্তা করলো, এই বাষ্পটা আট্‌কাইলে তো অনেকদূর পর্যন্ত অনেক কিছু করতে পারে। সেই বাষ্পটা আট্‌কাইয়া আইজ (আজ) হাতী, ঘোড়া পর্যন্ত উপর দিয়া নিয়া যায়। ঐ গরম জলের হাঁড়ির ঢাকনাটা লাফাইছিল। শুধু ঐটুকুই দেখছিল। ঐ লাফানোটা আট্‌কাইয়া দ্যাখ্ কি করলো? বুঝছোস্ তো? এইটাই মনে রাখবি। বাষ্পের ক্ষমতা কতটুকু থাকে? আর সে বড় একটা জাহাজ লইয়া উপরে উঠতাছে। ঐ একই বাষ্প। একই জিনিস; আর কিচ্ছু না। তারে আট্‌কাইয়া কিভাবে কাম করতাছে। বাষ্পটারে মেশিনের মধ্যে নিয়া কায়দাকানুন কইরা আট্‌কাইয়া এক্কেবারে চালাইয়া নিছে।

এই যন্ত্রটা (দেহযন্ত্রটা) কি না করতে পারে? এই যন্ত্রটা জীবন্ত। এইটার মধ্যে দুইটা body আছে। Body-টার মধ্যে আত্মা। একটা দেহী আর একটা বিদেহী।

এই যে একটা যন্ত্র (দেহযন্ত্র), বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্‌রে। এই যন্ত্রটা কী না করতে পারে? এই যন্ত্রটা (দেহযন্ত্রটা) জীবন্ত। এইটার মধ্যে দুইটা body আছে। Body-টার মধ্যে আত্মা। একটা দেহী আর একটা বিদেহী। দুইটার মধ্যে মিল আছে। ওর (বিদেহীর) sense-টা এইটার (দেহীর) মধ্যে আট্‌কাইয়া রাখছে সবটা। তাই দুইটার মধ্যে মিল আছে। Sense সবটা আট্‌কাইয়া রাখছে। যেইগুলি দেখ না, সেইগুলি শুধু নাড়াচাড়া করতাছ। বাষ্পটা দেখে কেউ? এই জলটা যে উপরে উঠতাছে, দেখোস্? পুরা সাগরটারে আট্‌কাইয়া ফেলায় উপরে। বুঝোস্ না, না? এইটাই আত্মা*৯। যাওয়ার সময় এতবড় body সাগরটা, তারে উপরে উঠাইয়া লইয়া যায় গিয়া। কিচ্ছু দেখতে পাও না। ভোন্‌দার (ভোঁদার) মত হাঁ কইরা রইছো। যখন বৃষ্টি হইয়া পড়ে, তখন বোঝে সবাই। শিল লইয়া পড়ে চাকা চাকা। এইগুলি আছিল কই?

যেদিন পৃথিবী আরম্ভ, সেদিন থিকাই মেঘের আরম্ভ। এর লয় ক্ষয় নাই। এইগুলি ছিঁড়া ছিঁড়া যায় গিয়া। আবার সকলগুলি একত্র হইয়া একজায়গায় গিয়া বসে।

*৯ প্রতিমুহূর্তে চিন্তার মাধ্যমে প্রত্যেকের sense, বুদ্ধি, বিবেচনা ইত্যাদি বাষ্পের আকারে মহাশূন্যে জমা হচ্ছে।

এইটাও (আত্মাটাও) ঠিক তাই। এখন ঐটা (sense-টা) দেহের মধ্যে, এইখানে আইয়া জমাট বাইন্ধা রইছে। সেই sense-টা বুদ্ধি, বিবেচনা, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, অনুভূতি জমাট বাইন্ধা একেবারে বাষ্পজ্যাম হইয়া রইছে। এইটারে (sense টারে) তুই যেভাবে খাটাবি, সেইভাবেই খাটবে। বুঝছো তো? এখন এইটা (sense টা) আট্‌কার মধ্যে পড়ছে তো। সুবিধা আছে এখন। আর মেঘের মত ছাইড়া দিলে একবার হিমালয়ে যায়, উত্তরে যায়, দক্ষিণে যায়, পূবে যায়, পশ্চিমে যায়। এটার (sense টার) লয় ক্ষয় নাই। মেঘের ও লয় ক্ষয় নাই। যেদিন পৃথিবী আরম্ভ, সেদিন থিকাই মেঘের আরম্ভ। বুঝছোস তো? এর লয় ক্ষয় নাই কিন্তু। এইগুলি ছিঁড়া ছিঁড়া, ছিঁড়া ছিঁড়া যায় গিয়া। আবার সকলগুলি একত্র হইয়া একজায়গায় গিয়া বসে। এর (sense-এরও) লয় ক্ষয় নাই। আত্মাটা এইরকম ছিঁড়া ভিরা যাইব সব উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে। ঘুরবো আরকি। এখন জমাট বাইন্ধা রইছে বাষ্পের মত। এখন যদি খাটাও ঠিকমত, অনেক কাম পাইবা। এরোড্রামে পইড়া রইছে প্লেনের মত তো। এখন চালাইতেছোস্ না। চালানোর মত কি চালাইতেছোস্ (চালাচ্ছিস)? শুধু খুচ্‌খুচাইয়া ছাড়তাছ। চালানোর মধ্যে কি চালাইতেছোস্? 'কেমন আছেন?' 'কি বলুন?' 'আচ্ছা, চলুন না?' 'চলুন, লেকটাউন থিকা ঘুইরা আসি গিয়া।' 'চলুন বারে যাই। বল ডান্স করি।' 'একটু খাইয়া আসি। চলুন যাই।' এখন প্লেনটা নিয়া এইসব চালাইতেছোস্। 'কারে মারবো?' 'কার মাথায় বাড়ি দেব?' 'কারে খোঁচাব?' এটা প্লেন তো। যা করবি, তাই করতাছে। Sense-তো বাধা দিব না। তোমার হাতে ষ্টিয়ারিং তো? যা করবি তাই। সোনাগাছি গিয়া বইয়া রইছো, তাই করতাছে। সোনাগাছির সঙ্গে সোনা কথা কইল। নাচো, নাচো, নাচো। ও (sense) নাচাইব তোমারে। sense কি সুন্দর dance দেখাইয়া দিব তোমারে। নাচবো, খেলবো, পান খাইবো, পিচ্‌কি ফেলাইব। এদিকে দৌড়াইব, ঐদিকে দৌড়াইব। বাষ্প তো আট্‌কা আছে। বাষ্প আইট্‌কা আছে; সুবিধা আছে তোমার। ছুইটা গেলে, বাইরাইয়া গেলে কিন্তু তুমি আর Control করতে পারবা না। তখন কিন্তু মেঘের মত

Nature body - টা দিল কেন? Body-তে থাকলে sense-টা তোমাকে জমাট কইরা রাখলো।

ছুটফাট করবো। আট্‌কাইতে পারবা না। Nature body-টা দিল কেন? Body-তে থাকলে sense-টা তোমাকে জমাট কইরা রাখলো। বুঝলা তো? বাষ্পটা উপরে উঠলেই কিন্তু দেখা যায় না। অথচ সকল জায়গায় জলে ভরা থাকে। রৌদ্রটা যে দেখ না আগাগোড়া, তখন কিন্তু জলে ভরা থাকে। জল তখন শুষতে থাকে, উঠতে থাকে। তখনও না। তারপরে যখন অবস্থা বুইঝা চেহারা দেখায়, হড়হড়াইয়া ফেলায়, তখন আর বুঝতে বাকী থাকে না। এখন যে আছে না, এখন বাষ্পটা (sense-টা) একেবারে ভরপুর হইয়া রইছে। এইটা Important কথা, মনে রাইখো। এখন তোমার sense-টা পুরোপুরি দিয়া রাখছে। পায়ের নখ থিকা মাথার চুল পর্যন্ত sense-এ ভরা। ঐ যে চট্‌পটি বাজি আছে না, ঘষা দিলে জ্বইলা ওঠে; একেবারে চট্‌পটি বাজির মতন আগুন জ্বলে। সমস্ত জায়গায় sense ভরপুর; reserve কইরা রাখছে। sense আছে, দর্শন আছে, স্পর্শন আছে, অনুভূতি আছে, ঘ্রাণ আছে, শ্রবণ আছে এবং দূরদর্শনের ব্যবস্থা আছে। অগণিত কোটি কোটি মাইলের শক্তি আহরণের ব্যবস্থা আছে। সমস্ত ইউনিভার্সের capacity-কে catch করার capacity আছে এই যন্ত্রে (দেহযন্ত্রে)। সমস্ত রকম যন্ত্রের ক্ষমতা আছে এই যন্ত্রে। যে পর্যন্ত তুমি মন দিয়া স্মরণ করতে পার, ততদূর পর্যন্ত body নিয়া যাওয়ার capacity এর আছে, এই brain-এর আছে। এই যন্ত্রগুলো তৈরীই হয়েছে এইজন্য। তোমার এই যন্ত্রের capacity হইল সীমাহীন। ইউনিভার্সে যতরকম চিন্তা আছে, সব চিন্তা, সব ভাবনা তুমি করতে পার। ইউনিভার্সে যতগুলি star আছে, অতগুলি star-এর ক্ষমতা তোমার আছে। ইউনিভার্সে star অগণিত। মরুভূমির বালুকণাগুলি গইণা (গুণে) শেষ করতে পারবা না। star-ও ততগুলি আছে, বুঝেছো? ইউনিভার্সে যতগুলি star আছে, সব star-এর সমস্ত রকম ক্ষমতা, তোমার এই সামান্য এইটুকুনের মধ্যে (দেহযন্ত্রে) আছে। এই capacity, এই matter দিয়াই এই brain-টা তৈরী করছে। এই mind-টা দিয়া দিছে, ঐ sense-টা দিয়া দিছে। ঐ দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদি সমস্ত রকম দিয়া তৈরী কইরা, সমস্ত দিয়া nature এক্কেবারে seal মাইরা ছাইড়া দিছে। আর এইটা দিয়া তোমরা কি করতাছ? ফাইজলামি (ফাজলামো) করতাছ। অযথা সময় নষ্ট করতাছ। ঐ যে মূল্যবান diamond-টারে সাধারণভাবে নষ্ট করতাছ, এর

value কত জান? বোঝ এর value? একটা পিঁপড়া যা, তুমিও তা। এর value? বললামই তো, whole universe এর ক্ষমতা - এই দেহযন্ত্রের ক্ষমতা। ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সমস্ত ক্ষমতার gist এবং object-এর pin-point তোমার মধ্যে দিয়া দিছে।

এই pin-point-টা এইরকম, এটা nature-এর একটা gift, natural gift. এর লয়ও নাই, ক্ষয়ও নাই। তুমি যে পর্যন্ত যেতে চাও, যে পর্যন্ত তোমার যাওয়ার ইচ্ছে, যতদূর পর্যন্ত তোমার গতি,সে পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়দায়িত্ব pin-point এর। এরচেয়ে আর বেশী তুমি কি চাও? সব তার দায়দায়িত্ব। সেখানে তোমার কোনরকম কিছু ভাবতে হবে না। তোমার সব সমাধানে থাকবে। এইজন্য হল সৃষ্টি। এইটা হল কেন? যখন তুমি বার হবে শূন্যমার্গে, তখনকার অবস্থা, তার natural instance, তার দৃষ্টান্ত তোমার চক্ষের সামনে দিচ্ছে।

তুমি চোখের সামনে দেখতাছ, freeze-এ জল নাই, সেই freeze-এ জল হইল। জল হইয়া বরফের চাকা হইল। কোথা থিকা জল আসলো? জল দেওয়া হইল না; এতবড় মৌচাকের মত একটা চাকা হইয়া গেল। দেখলে তো? সেখান থিকাই (থেকে) জল নিল, সেখান থিকাই জল টানলো। সেখান থিকাই মৌচাকের মত চাকা হইল। শূন্যমার্গের থিকা কিভাবে টাইনা টাইনা (টেনে টেনে) হইয়া গেল গিয়া। শূন্যমার্গের থিকা একটা body হইল তো? দেহধারণ করলো তো? সাগরের জল শূন্যমার্গে নিয়া গেল টাইনা (টেনে) উপরে। শূন্যে বিরাট বরফের দেশ তৈরী হইয়া গেল। বিরাট বরফের কারখানা হইয়া গেল গিয়া। বিরাট বড় বড় বরফের চাকা; থপ্ কইরা পড়লে, ইচ্ছা করলে সব চাপা পইরা যাইব গিয়া।

তুমি যে পর্যন্ত যেতে চাও, যে পর্যন্ত তোমার যাওয়ার ইচ্ছে, যতদূর পর্যন্ত তোমার গতি সে পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দেওয়ার দায়দায়িত্ব pin-point-এর।

শূন্যে কি কইরা এতবড় বরফের চাকা হইল? শূন্যে কি কইরা বড় বড় বরফের চাকা হইতাছে? শূন্যে যাইতে দেখতেছো না, উপরে উঠতে

দেখতেছো না। কিন্তু উপরে বরফ। এই হইল soul, খালি জায়গা থিকা উপরে গিয়া দেহধারণ করছে। সেই body তোমরা হাতে ধরতাছ। সেটারে চুষতাছ। সেই বরফ খাইতাছ, ধরতাছ। Soul-টা যেই form-এ তোমার মধ্যে রয়েছে এখানে বাস্তবাকারে, ঠিক সাগরের জলের মত। আর মনের টানে সূর্যের টানের মত শূন্যমার্গে উঠছে। তোমার মনের মধ্যে ঠিক same বিন্দু রয়েছে, সেই সূর্যের power রয়েছে। আগেই বলেছি, ইউনিভার্সে যতগুলি সূর্য রয়েছে, সেই power তোমার মধ্যে রয়েছে। কত সুন্দর। তাই তুমি যদি গড়তে পার, তাহলে তুমি তোমার স্বাদে ভরে উঠবে। এখন তুমি রয়েছ এখানে। এখান থেকে স্বাদে গড়তে গড়তে, গড়তে গড়তে বাষ্প আকারে গড়ে যখন তুমি আস্তে আস্তে বের হবে, solid হয়ে যখন তুমি বের হবে, ইউনিভার্সের সমস্ত ক্ষমতা তোমার আয়ত্তাধীন হবে। কথাটা বুঝলে? এখানে যে ইচ্ছাটা তোমার চলছে, বের হয়ে যাবার পর সেই ইচ্ছাগুলি তোমার আয়ত্তাধীনে এসে যাবে।

ইউনিভার্সে যতগুলি সূর্য রয়েছে, সেই power তোমার মধ্যে রয়েছে। কত সুন্দর।

এখানকার ইচ্ছাগুলি হল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এখানে তোমার যা যা ইচ্ছাশক্তি আছে, সবগুলো হল sample. কি কি নমুনা আছে এখানে? ইচ্ছাশক্তি, খাওয়ার শক্তি, অনুভূতি শক্তি, দর্শন শক্তি ইত্যাদি যেগুলি আছে, ইচ্ছামত যা চালাও; ইচ্ছামতন চল না? এই ঘর থেকে সেই ঘরে যাও না? এই যে ইচ্ছাধীন, যা যা আছে তোমার; কতগুলি ইচ্ছাধীন আছে না? এইখানে যেই যেই ইচ্ছাগুলি আছে, যেভাবে চল এই দেহ নিয়া; ঠিক body-র মধ্যে sense-গুলি যা যা আছে, যা যা তুমি দেখ না, যার যার সঙ্গে আজও তোমার সম্পর্ক হয় নাই; তোমার দেহের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও যাদের খোঁজ তুমি জান না; তাদের সাথে সেইভাবে দেহ থিকা (থেকে) যখন বের হবে, এই ইচ্ছাগুলি সেখানে পুরাপুরি সাগরতুল্য হইয়া যাবে সব। এই সামান্য ইচ্ছাটা বিরাট সাগরতুল্য মনে হবে।

Factory তো আর সম্পূর্ণটা দেয় না। নমুনাটা দিয়াই লক্ষ টাকার অর্ডার নেয়। Sample এতটুকুই নিয়া আসে। তারপর অর্ডার মত supply দিয়া লক্ষ টাকা নেয়। এখানকার এইটা (দেহযন্ত্রটা) হইল sample. Sample-এ কি কি আছে? Sample-এ ঘ্রাণশক্তি আছে, ইচ্ছাশক্তি আছে,

তুমি solid হয়ে বেড়িয়ে যাও। দুধ মন্থন কর। ঐ দুধেই সে মাখন হইয়া ভাসবে। মন্থন কর। মন্থন করে যেগুলি আছে, ঐগুলি solid হোক।

স্বাদগ্রহণের শক্তি আছে, দর্শন শক্তি আছে, স্পর্শন শক্তি আছে, অনুভূতি শক্তি আছে, শ্রবণশক্তি আছে মেজাজ আছে, সব আছে। ঠিক আছে। তোমার যন্ত্রটারে টিপ দিয়া দিলাম, তুমি এই এই কাজ কর, এই এই কাজ কর। তুমি যখন বের হবে এই দেহযন্ত্র থেকে, তোমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তুমি তোমার আত্মাকে যে কোন মুহূর্ত্তে --- ইচ্ছা করলে এখানে দাঁড় করাতে পারবে। Solid হইয়া বরফের মত দাঁড়াইয়া যাইতে পারবে।

তবে সবাই পারে না কেন? সবাই পারে না কারণ ইচ্ছাশক্তিটা এখানে damage হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছাশক্তিটা damage হয়ে বেড়িয়ে যায়। আর পেঁজা তুলার মত, মেঘের মত ছড়াইয়া যায়। গুছাইয়া উঠতে পারে না। তুমি solid হয়ে বেড়িয়ে যাও। Solid হইয়া যাও। দুধ, দুধ মন্থন কর। ঐ দুধেই সে আবার মাখন হইয়া ভাসবে। মন্থন কর। মন্থন করে যেগুলি আছে, ঐগুলি solid হোক। যখন বেড়িয়ে যাবে, তখন দেখবে body টা এখানে পইরা আছে, তুমি ওখানে বইসা বলবে, 'ভাই আমি বাইরাইয়া যাইতাছি। তুমি ভাই খবরটা বইলা দিও।' Solid হইয়া বাইরাইয়া যাইবা। কি কইছি বুঝছোস্ তো? আর এখন খুঁইজা পাওয়া যায় না। খুঁইজা পাওয়া যাইব ক্যামনে? খুঁইজা না পাওয়ার দলে তো তুমি রইছো। আর যখন খুঁইজা পাবি, তখন বলবি, 'ভাই বুদ্ধ*[১০] আমি যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি। রবীনদা*[১১] আমি যাচ্ছি। আমি এই এই কাজ করুম। আপনারা আসেন। আমি যাই।' এইভাবে বইলা যাইতে লাগবে। আর এখন পারতেছোস্ (পারছিস) না। পারবি ক্যামনে? এই মন নিয়া এই কথা বলা তোগো সাজে? তোরা নিজেরাই খুঁইজা পাইতেছোস্ (পাচ্ছিস) না, কে কয়? কে খায়? কে বলে? কে শোনে? দুর। চুপ কর। যা।

*১০ বুদ্ধদেব মল্লিক। সত্তর দশকের বাংলার অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক ডামাডোলের শিকার হয়ে জীবনমরণ সমস্যার মধ্যে শ্রীশ্রী ঠাকুরের কৃপাধন্য হয়ে নতুন জীবনের পথ পেয়েছেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীশ্রী ঠাকুরের বহু গঠনমূলক কাজে যুক্ত ছিলেন।

*১১ রবীনদা (রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) - আইনজ্ঞ এবং জ্ঞানী, পন্ডিত ব্যক্তি। ইনি প্রশান্ত মহলানবীশের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের চরণাশ্রিত হয়ে তাঁর সাথে সাথে বহুবছর অতিবাহিত করেন। বহু দূরূহ সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তিনি এগিয়ে আসতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অত্যন্ত স্নেহভাজন হিসাবে সুখচরধামে রবীনদাকে অনেকেই দেখেছেন।

মৃত্যু কি? মৃত্যুর পর কি হয়? আত্মা বাইর হয় কি না? আত্মা কি? অনেকের অনেক প্রশ্ন থাইকা যায়। -- কিন্তু কি যাইতাছে? কি মরতাছে? বস্তু কখনও মরে না। সত্তার অস্তিত্বও লুপ্ত হয় না।

এই চাদর, --- কোথায় এর তুলা, আর কোথায় গাছ? তুলা মেশিনে সূতা হইল, কাপড় হইল; কিন্তু তুলা মরে নাই তো? শুধু একটার পর একটা রূপ নিয়া নিয়া যাইতাছে। শিমূল গাছ দেখলে ধুতি কাপড় কেউ বিশ্বাস করে না। মৃত্যুর পর দেহটাও সেইরকম পইরা থাকে, আর একটা রূপ বাইর হইয়া যায়। আসার পদ্ধতি যেইভাবে, যাওয়ার পদ্ধতিও ঠিক সেইভাবে। ইচ্ছাশক্তির যখন নিবৃত্তি হয়, তখনই গর্ভে শিশু আসে, conception হয়। তেমনি দেহনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যা বাইর হয়, তা আর একটা বৃত্তি হইয়া আর এক রূপে বাইর হইয়া যাইতেছে। মৃত্যু যেটা -- সেটাও সঙ্গম। শান্তভাবে যেইমাত্র নিবৃত্তি হইল, অমনি আর একটা বাইর হইল। উদর নিবৃত্তি হইলে রক্ত, মাংস, শ্লেষ্মা, মলমূত্র সব বাইর হইল অন্য অন্য রূপে। চোখে দেখতে পাইতাছ না, কিন্তু আর একটা রূপের সৃষ্টি হয়। -- স্থূলটাই সূক্ষ্মরূপে যায়। -- তুলা সূতা হইয়া যায়।

বিদেহী হাহাকার

(০৯-০৩-১৯৮৫)

মৃত্যুর সময় যখন যাইতাছে গিয়া, death যখন হইয়া গেছে গিয়া, তখনই ও (মনোরঞ্জন) বুইঝা নিতাছে আমারে। বুইঝা নেওনের লগে লগে (বুঝে নেবার সঙ্গে সঙ্গে) অর ভিতরে একটা sound আইছে (এসেছে)। ঐ sound টা আইট্‌কা (আট্‌কে) গেছে গিয়া, বুঝলি না? sound-টা আইট্‌কা গিয়া soul-টা (আত্মা) বাইরাইয়া (বেড়িয়ে) গেছে; সাউন্ডটা রইয়া গেছে। সাউন্ডটা করছে কি, আবার ঢেউকের (ঢেকুরের) মতন বাইরাইয়া গেছে। বুঝলি কথাটা? অনেকসময় মরণের পরেও এ্যাই*[১] কইরা কেমুন হইয়া যায়। গ্যাসের মতন বাইরাইয়া যায়।

মরার সঙ্গে সঙ্গে মনোরঞ্জন বুইঝা ফেলাইছে, ভুল করছি তো। হায় হায়রে। অর মইধ্যে একটা আগ্রহ দেখা দিছে। ও আফশোস করতাছে।

মনে কর, একটা লোক যদি মরার জন্য ইচ্ছা কইরা চার পাঁচ মাইল উপর থিকা (থেকে) লাফ দেয়, তাইলে মাটিতে পড়তে তার অন্ততঃ কিছু সময় তো লাগবো। এই সময়টা সে বাঁচা আছে তো। এই সময় সে 'হে ঠাকুর, হে ঠাকুর' করতাছে আর শূন্যে ঘুরতাছে। তখন দুনিয়ার কথা সে ভুইলা গেছে গিয়া। কারও কথা তখন তার স্মরণ নাই 'ঠাকুর, ঠাকুর', ৫ মিনিট হইয়া গেল। আমি কইলাম 'হ, হইছে। অখন যাও।'

*১ শ্রীশ্রীঠাকুর কোন ঘরোয়া আলোচনা করার সময় মুখ, হাত ও নানা অঙ্গের বিভিন্ন অভিব্যক্তির মাধ্যমে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতেন। এই প্রসঙ্গে 'এ্যাই' বলে তিনি মুখ হাঁ করে হাই তোলার মত ভঙ্গী করে sound-টা যে বেড়িয়ে গেল, সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

'ঠাকুর', 'ঠাকুর', 'ঠাকুর', ৬ মিনিট, 'ঠাকুর', 'ঠাকুর', ৭ মিনিট, 'ঠাকুর', 'ঠাকুর', ৮ মিনিট, 'ঠাকুর', 'ঠাকুর', ৯ মিনিট, 'ঠাকুর .....' আঃ ঠাস্। একেবারে ছত্রখান হইয়া গেল। চার পাঁচ মাইল উপর থিকা পড়লে ছত্রখান হইব না? কিছু সময় তো শূন্যে ছিল। পরে নিজের ইচ্ছায় soul-টা বাইরাইয়া গেল।

সবাইতো বাইরাইব। মুস্কিল হইয়া গেল যে, এমনি বাইরাইলে তো আনন্দ। কিন্তু মরণের সময় তখন বাইরাইতে ইচ্ছা হইব না কারও। বাইরাইয়া দেখবা কেমন লাগে মজাটা। তখন যাইবার ইচ্ছা হইব না কারও। আর এখন বাইরাইতে কত ভাল লাগে সব। এক্কেবারে বুইঝা শুইনা গুছাইয়া (বুঝে শুনে গুছিয়ে) বাইরাইয়া যায়। কত ছেলের লগে দেখা হইব, ঘুরবো, ফিরবো কত আনন্দ।

ঐখানেও এইরকমই আরেকটা জগৎ। সেখানেও ঘুরবা, ফিরবা। তখন সবই right, আর মনে হইব না যে, কেউ দেখবো বা কেউ আসবো। 'না'-টা নাই। 'না'-টা নাই কিন্তু বুঝ আছে। Figure-টা বড় হয়, ছোট হয়। Soul-এর সঙ্গে সঙ্গে figure বড় হয়, ছোট হয়। বুঝটা আছে। আমারে দেখতে আসবো। ঐখানে কাজ করলে, জপতপ করলেও কিছু হইব না। এইখানে কাজ কইরা যাইতে হইব।

বিদেহীর জপে কাজ হইব না। জপের সঞ্চয়ে যে গ্রহণ, কি কইরা করবো? ফুটা তো, বাইরাইয়া যাইব গা। থাকবো কেমন কইরা? এমনকি কাউঠার (কাছিমের) মাথা কাইটা ফেলাইছে --- জল খাওয়াইতেছে। কাউঠা হাঁ করছে। ঐ কাটা মাথা হাঁ করছে ঠিকই। কিন্তু জলটা মাথা দিয়া বাইরাইয়া গেছে গিয়া। তোমরা চিন্তা কইরা দেইখো, এই যে কথাগুলি এত বুঝাইয়া দেই, কত সুন্দরভাবে তৈরী হওয়া উচিত তোমাদের। তারপরেই আর একখান এমুন কাম করবা তোমরা, বাস্ অভিমান কইরা বইয়া রইলা। আর একজন

ঐখানে কাজ করলে, জপতপ করলেও কিছু হইব না। এইখানে কাজ কইরা যাইতে হইব। বিদেহীর জপে কাজ হইব না। জপের সঞ্চয়ে যে গ্রহণ, কি কইরা করবো?

মেজাজ কইরা চললো। তখন আর কি করুম। আর তো বলার নাই কিছু। সব বুঝ গেল গিয়া। জোনাকি পোকার পিছনটা ঐরকম করলে জ্বলে, আবার পিছনটা এরকম করলে সব নিভা যায় গিয়া।

এখন মনোরঞ্জনের যে বুঝটা হইছে, তাতে অর (ওর) আমার কথা মনে পড়ে। এখন বুঝের যন্ত্রটা তো খোলা হইয়া গেছে গিয়া। আটকানো তো আর নাই। ও (মনোরঞ্জন) বুঝতাছে আর আফশোস করতাছে। কেম্নে যামু? আবার জন্ম লওনের (নেবার) জন্য, এখানে আসার জন্য চেষ্টা করতাছে। ভাবতাছে, 'আইতে নি পারি। আইলে এইবার বুইঝা চলুম (বুঝে চলবো)।' আইলে আবার একই হইয়া যাইব গা। 'ও' মনে করতাছে, 'আইলে ঠিক ঠিক চলুম। ঠাকুররে ধইরা ধইরা চলুম।' বুঝটা তো আছে। বুঝটা নিয়া আইতে (আসতে) চাইতেছে। সবাইরে গিয়া বইলা আসুম, 'তরা (তোরা) এই কাম করিস না রে। আমি বুইঝা আইছি। সবাইরে গিয়া বইলা আসুম।' এইসব চিন্তা করে।

আবার মাঝে মাঝে কয়, জোরটা গিয়া দেহটা যদি করতে পারতাম। ঠাকুর যদি টাইনা (টেনে) আমারে নিতেন; ঠাকুর সামান্য একটু টান দিয়া নিতে পারেন তো আমারে। তাইলে আমি দাঁড়াইয়া একটা চিৎকার দিয়া সবাইরে কইয়া (ব'লে) আইতাম। ঠাকুর একটা টান দিয়া আমারে নেউক। ঐখানে মীটিং হয়তো, আমি সবার সামনে দাঁড়াইয়া কিছু বলুম। আমি (মনোরঞ্জন) আত্মা হইলে কি হয়, এইখানে আইয়া (এসে) যা জানছি, এইটা তো কেউ জানে না। ঠাকুর জানেন, আরতো কেউ জানে না। আমিও তো হেইরকমই (সেইরকমই) আছিলাম। এখন আমার অভিজ্ঞতায় জানছি, সবই বুঝতাছি। ঠাকুর যদি আমারে টানটা দিয়া কিছুক্ষণের জন্য জমাট বান্ধাইয়া দিতেন, তাইলে একটু দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ বলতাম, 'আমি তো আত্মা। আমি তো মইরা (মরে) গেছি। আমি আসছি তোমাদের কাছে।'

জলটারে জমাইয়া চাকা বরফ করা যায় না? এখন যদি একটা বডি কইরা দেই, বেশীক্ষণ থাকবে না, বরফটা যেমন জল হইয়া গইলা যায়,

তেমন আর কি। তবে কিছুক্ষণ তো রাখা যাইব। দেখাও যাইব। আইয়া (এসে) একটা যা চিৎকার দিত, ''এই তরা ভুল করিস না রে। আর কিচ্ছু দরকার নাই। আমি এহানে (এখানে) আইসা বুঝতাছি, সাংঘাতিক জায়গা আছে। সব ছাইড়া দে।'' ও (মনোরঞ্জন) যা কইব না, সাংঘাতিক। চিৎকার যা দিব না। চিৎকার চইলা যাইব ওপারে। ওইপারের লোক অর কথা শুনতে পাইব। এমুন জোরে চিৎকার দিব। মাত্রাটাতো ঠিক নাই। মাপকাঠি তো খেয়াল নাই। মনোরঞ্জনের গলা, তোমাগো বুঝতে কোন অসুবিধা হইব না। জলটা যদি বরফ কইরা দাঁড় করাইয়া দেই, তবে অল্পক্ষণ পরে বরফ গইলা জল হইয়া যাইব। আবার জলটা তো হাল্কা। জলই বাষ্প হইয়া যায় গিয়া। এই বাষ্পটাই তো ঘুরতাছে।

এখন কেউ যদি আমাকে বলে, 'তোমার ইচ্ছা না হইলে তো আসতে পারবো না।'

আমি কেন ইচ্ছা করতে যাব? এই সময়ে আমি কোন কিছুর মধ্যে নাই। কোন কর্ত্তব্যে নাই, কোন কথায় নাই। এই কথাগুলি বলার জন্য মনা আইতে চাইতাছে (আসতে চাচ্ছে)। মনা যে নিজের ইচ্ছায় আইতে পারবো না, এইটা বুঝতাছে। 'ও' (মনা) যে আইট্কা পড়ছে ঐহানে (ওখানে), এইটা বুঝতাছে। 'ও' যে আইনের মধ্যে আইট্কা পড়ছে, এইটা বুঝতাছে। একমাত্র ঠাকুর যে এটা পারেন, 'ও' বুঝতাছে।

ইচ্ছা করলে নীচে বহুলোকের মাঝে অরে (ওকে) দাঁড় করাইয়া কিছুক্ষণ রাইখা দিতে পারি। মনা বুঝছে, ইচ্ছা করলে তিনিই রাখতে পারেন এবং পৃথিবীর যত মহাপুরুষ সব জাইনা (জেনে) গেছে গিয়া 'কে মহাপুরুষ।' হ্যাঁ হ্যাঁ সব জাইনা গেছে গিয়া। এক সেকেন্ডে জাইনা গেছে। খুব speed থাকে অগো (ওদের)। speed হচ্ছে গতি। সব আত্মারা বুইঝা ফেলাইছে। তারা বুঝছে, 'ওই শালারা কিছু না।

মনা বুঝছে, ইচ্ছা করলে তিনিই রাখতে পারেন এবং পৃথিবীর যত মহাপুরুষ সব জাইনা গেছে গিয়া কে মহাপুরুষ। হ্যাঁ হ্যাঁ সব জাইনা গেছে গিয়া।

সব বোগাস্ শালারা' এইভাবে বলে। হ্যারা (তারা) সব বুঝছে, 'Labour সব আমরা। Labour গোষ্ঠী গেছি আমরা।' অগো মধ্যেই সব চলছে। অরা বলতাছে, 'আমরা তো সব আইনের মধ্যে পড়ছি। সব কারেন্টে ঘুরতাছি'। অগো অগো (ওদের) মধ্যে দেখা হয় আর বলাবলি করে, 'দেখছোস্ তো, এই একজনই আছে।' অরাই (ওরাই) 'কে ঠিক' দেখাইয়া দিতেছে। দিলে কি হইব। আর তো বলার অধিকার নাই। এতো আলাদা জগতের মানুষ। তাইন (তিনি) আছে। তিনিরে সহজে পাওয়া যাইব নাকি? তাইন কত বড় তারা বুইঝা ফেলাইছে।

সূর্যটাকে এতটুকু দেখা যায়। সে যে কত বড়; যত সামনে যাইবা, ততবড় দেখবা। এই হইল কথা। সামনে গিয়া বুঝতাছে, তার বিরাটত্ব কত। তারাটারে তো এতটুকু দেখা যায়। সামনে না গেলে এতটুকু তারা। সামনে গেলে বুঝবা কত বড় তারা। মনোরঞ্জন বুইঝা ফেলাইছে, তারাটা কত বড়। এখন সে বুঝের ঠেলায় বডি নিতে চায়। ও বুঝছে, কত বড় গর্তের মধ্যে পইরা গেছে। এই কথাগুলি জানাইতে চায় এই হিতাকাঙ্খী হইছে। 'আমরা যে ভুলটা করছি, এই ভুল যেন আর কেউ না করে,' এই হিতাকাঙ্খা অর ভিতরে জাগছে।

অগো অগো মধ্যে দেখা হয়, আর বলাবলি করে, 'দেখছোস্ তো? এই একজনই আছে।' ওরাই 'কে ঠিক' দেখাইয়া দিতেছে।

আমি যে অরে (মনারে) আনতে পারি, 'ও' সেটা জানে। আমি আনতে পারি, আমি বলবো না। 'ও' জানে আমি আনতে পারি। একেবারে প্র্যাক্টিক্যাল। দেখলে দেখতে পারতি। অর অভিজ্ঞতাটা বুঝতে পারতি। কেমন কইরা কি বলে, কিভাবে কি বুইঝা গেল, তারপর কিভাবে দেহ থিকা বাইরাইল, সব অর মুখে শুনতে পারতি। আমি যে কইতাছি, সেইটাও সে (মনা) শুনতে পারবে। একটা না, অনেক আত্মাই শোনে আমার কথা।

ভিতরের আত্মা উপরে যায়। যখন আছে (আসে) তখন বেশ ভালমতন বোঝা যায়।

সব আত্মাই সব দেখতাছে। আমার কাছাকাছি মেলা (অনেক) soul সবসময় থাকে। আমি যখন বাইরে গেলাম, হয়তো দেখলি, এখানে একজন দাঁড়াইয়া রইছে, ঐখানে একজন দাঁড়াইয়া রইছে। আমি যখন শুই, হয়তো দেখলি কাছাকাছি একজন ধুতি পইরা দাঁড়াইয়া রইছে।

আত্মাদের কি দেখা যায়?

-- দেখা যাবে না কেন? দেখা যাওয়াটা কিছু আশ্চর্যের নয়। দেখা যাবে। তুই বোঝোস্ না। নীচের জল যে, ওপরে ওঠে, জলটারে কি দেখোস্? নীচের জল যখন ওপরে ওঠে, দেখোস্ না। পড়তে দেখোস্। ঐ একই। ভিতরের আত্মা উপরে যায়। যখন আহে (আসে) তখন বেশ ভালমতন বোঝা যায়। দেখাইয়া দেওন যাইব। আমি তো কইছিলাম, একদিন আমি দেখাইয়া দেব তোগো (তোদের)। ইচ্ছা আছে আমার। ঘুইরা ফিরাইয়া আইনা (এনে) বহাইয়া (বসিয়ে) দেখামু। জানাশোনার মধ্যে আনুম। জানাশোনার মধ্যে না হইলে আনুম না। যারা মইরা গেছে, এমন ৭/৮ জনরে একসঙ্গে লইয়া আসুম। ছবি*২ আছে, মনা*৩ আছে, ভূপেন*৪ আছে। আমার ডিপার্টমেন্ট এইটা, আমার সুবিধা আছে।

কিছু কষ্ট হইব না। একটা চাবি খুইলা দিতে হইব। এই চাবিটা আট্কাইয়া রাখছি। আরে বাবা, আইব না (আসবে না)? অনঙ্গরে*৫ লইয়া

*২ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাইঝি। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতেন।

*৩ মনোরঞ্জন (মনা) সেন -- ঢাকায় স্বামীবাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অত্যন্ত সহজ সরল মন ছিল তার। অকপটে ঠাকুরের কাছে সব স্বীকার করতেন। সুখচরধামের কাছাকাছি থাকতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু বিভূতি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

*৪ ভূপেন রায় -- ঢাকা থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য। ঠাকুরের সাথে ছিল তার দাদু-নাতির মধুর সম্পর্ক। তার বাবা ছিলেন তৎকালীন যুগে সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু বিভূতির প্রত্যক্ষদর্শী।

*৫ শ্রীশ্রীঠাকুরের মেসোমশাই ছিলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন সপ্ততীর্থ। তিনি তৎকালীন যুগের বিরাট সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত। সংস্কৃতে সাতটি বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করে সপ্ততীর্থ উপাধি পেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেবতাজ্ঞানে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর পুত্র অনঙ্গ ছিলেন অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'অনঙ্গের brain. এ একটা chamber বেশী আছে।' অনঙ্গ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেবতাজ্ঞানে মানতেন এবং অত্যন্ত ভক্তি করতেন। এই অনঙ্গেরই ভাই অজিত ভট্টাচার্য 'শ্রীবীরেন্দ্রবাণী' গ্রন্থের একজন লেখক।

আইলাম এক সেকেন্ডে। এক সেকেন্ডে ডাকটা দিলাম, 'ওই এদিকে আয়'।

এক্কেরে আইয়া খাড়াইয়া (দাঁড়িয়ে) গেল গা। আইয়াই (এসেই) কয়, 'মা জল খামু।'

কেমন আছোস্? হাঃ ..... হাঃ ..... হাঃ .....

আমি তো আনতে পারি। কিন্তু আইলে তরা (তোরা) তো বাইরাইতে (বেরোতে) পারবি না, আমি না থাকলে। শেষবেলা এমুন একটা আতঙ্ক হইয়া যাইব মনের মধ্যে যে, তরা আর একা বাইরাইতে পারবি না। আর একবার আইসা পড়লে দেখবি, আর যাইতে চাইব না। তখন আরেক ফ্যাসাদে পইরা যাব আমি। সব বসাইয়া দিমু। পাঁচ মিনিট রাখন যায় না। আমি আট, দশজনরে একসঙ্গে একঘন্টা দেড়ঘন্টা রাইখা দিমু। সব ঠিক আগের মত একই রকম দেখতে। মরছে যে. বিশ্বাসই করবি না। কবি (বলবি), 'মরে নাই। হ, মরছে না।'

মনারে ধইরা কবি, 'কি ফাঁকি দিতাছ। আগুন থিকা পলাইয়া গেছ'। চক্ষের সামনে আগুনে পুড়াইয়া দিছে। কবি, 'পলাইছ।' ভূপেনরে কবি, 'নিশ্চয়ই পালাইছেন। এতদিন কোথায় আছিলেন?' 'কি যে কস্। কই আছিলাম কর্তারে জিগা (জিজ্ঞাসা কর)।' ভূপেন আমার নাতি তো। পরে কমু, 'দুস্ শালা। এগো লগে কাম করবি?'

পাঁচ মিনিট রাখন যায় না। আমি আট, দশ জনরে একসঙ্গে একঘন্টা দেড় ঘন্টা রাইখা দিমু। সবঠিক আগের মত একই রকম দেখতে। মরছে যে, বিশ্বাসই করবি না।

ভূপেন বলবে, 'কাম দিবা তুমি? যদি দাও, কাম করতে পারি।' কি কমু, আগেই কইয়া দিতাছি তগো। অরা কি কইব, উত্তরটাও আগেই কইয়া দিতাছি।

আগে অগো লগে (ওদের সঙ্গে) কথা কইয়া দেখুম, এই উত্তরটা ঠিক আছে কিনা। তারপর আইনা দিমু (এনে দেব)।

আশ্চর্য একটা post, একটা দেবতার post কেউ পাইয়া গেলে, সে কি না করতে পারে? তার হাতে কি না ক্ষমতা আছে? দেইখা আশ্চর্য হইয়া যাবে।

অগো আইনা (ওদের এনে) তোমাদের মধ্যে কাউরে (কাকেও) হয়তো বলবো, 'ওই, জামা-কাপড় লইয়া আয়তো।' ঐ যে আট-দশজন বইসা রইছে, ওদের প্রত্যেকরে একটা কইরা কাপড় ও জামা দিয়া দেব। তারপর সবগুলিরে বসাইয়া দেব। ডাইল ভাত খাওয়াইয়া (খাইয়ে) দেব, 'খা শালারা। আবার তো ঘুরবি।'

ওরা বলবে, 'মাঝে মাঝে তো আনতে পার আমাগো। আমরা কি ঘোরা যে ঘুরি। মাঝে মাঝে আনতে তো পার।'

অগো কবো (ওদের বলবো), তরা কি বুঝছোস্ (বুঝেছিস্), এই কথাটা খালি বল।

তখন কাইন্দা (কেঁদে) দিব। আর তগো (তোদের) খালি বুঝাইব।

অগো বুঝানোর ঠ্যালায় কি যে করবি, টেপ কইরা থুইয়া দিবি (রেখে দিবি)।

আমি দেখি, শরীরটা একটু ভাল হোক। আমি মনোরঞ্জনের লগে একটু কথা কইয়া দেখি। আগে একটু কথা কইয়া দেখবো।

কেমুন লাগতাছে তগো? হা - হা - হা। আমার এখন সব গেছে এই একটাই আছে। আর সব গেছে। সব আট্‌কাইয়া রাখছি। কিচ্ছু রাখি নাই। এখন এই একটা পথই রাখছি। না হইলে damage (ড্যামেজ্) হইয়া যাইব সব। যদি আমার অন্য দরজা খোলা থাকে, তাইলে আমি আর কোন কাম করতে পারুম না। এই একটা রাখনের জন্য অন্য সমস্ত দরজা বন্ধ রাখছি। এইটাই হইল last ambition. এইটাই রাইখা দিছি। যেটা হয় না

এইটাই আমার record, আমার best record, এই রেকর্ডটা আমি ভাল করেছি। এইটার উপরেই আমার power এইটার উপরেই আমার all in all power, আর অন্য power বেশী থাকলেও নাই। এটাই soul এর সব। এইটাই হইল আসল।

কারো, হইতে পারে না, এইটাই আমার last, এইটাই আমার record, আমার best record. এই record-টা (রেকর্ডটা) আমি ভাল করেছি। এইটার উপরেই আমার power; এইটার উপরেই আমার all in all power আর অন্য power বেশী থাকলেও নাই। এটাই soul এর সব। এইটাই হইল আসল।

আজকের কথা নয়। ১৯৫৫ সালে নির্মাল্য*৬ জানে। মনে কর, একটা লোক শুইয়া আছে। তার soul-টারে নিয়া অন্য জায়গায় পাঠাইয়া দিতে পারি। আর soul -টা পাঠাইয়া দিয়া ঐ জায়গায় অন্য soul ঢুকাইয়া দিতে পারি। তেরিবেরি করলে এক্কেবারে। কিন্তু দেখ, এই যে তোমাদের উপর রাগ করি, তোমাদের বকিঝকি, তোমরা কতরকম কত কী কর। ইচ্ছা করলে soul-টাই change কইরা দিতে পারি।

মনে কর, 'ক' এর soul-টা বাদ দিয়া, আরেকটা soul-রে কইলাম, 'তুই এইখানে কয়দিন থাক। তরে চিনাইয়া (চিনিয়ে) দিতাছি।'

আবার 'ক'-এর soul-টা আরেকজনের মধ্যে ঢুকাইয়া দিছি। ঢুকাইয়া (ঢুকিয়ে) দিয়া আমি দেখতাছি। যার থিকা soul-টা নিয়া 'ক'-এর মধ্যে transfer কইরা দিছি, 'ক' এর soul-টা তার মধ্যে ঢুইকা গেছে। ঐখানে গিয়া চিনতে পারতেছে না, মা আলাদা। আমি গিয়া চিনাইয়া দিতাছি, 'এইটা কিন্তু তর মা হইয়া গেল।' এক্কেবারে tight (টাইট)।

কিন্তু আরেকজন যে আইছে 'ক' এর মধ্যে সেওতো চিনতে পারতেছে না। সে তোদের কাউকেই চিনতে পারতেছে না। কোথায় কি আছে, কিছুই চিনতে পারতেছে না।

*৬ নির্মাল্য সেন -- শ্রীশ্রীঠাকুরের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ভক্ত। জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ। বহু মীটিং-এ শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু ভাষণ তিনি লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর এই শ্রুতিলিখন পরবর্ত্তীকালে বহু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কোথায় খামু? খামু কোথায়? জিজ্ঞাসা করতাছে। soul-টা তো অন্য কারুর। 'ক' এর মধ্যে ঢুকছে। বাথরুম কোথায়? সে জানতে চাইতাছে। তোরা কেউ বললি, 'এ্যাঁ? ন্যাকামি করতাছে।' সে আবার অবাক হইয়া ভাবতাছে, 'আমারে এই কথা কয় ক্যান্?

ঐখানে ঐটা গিয়া আবার আরম্ভ করছে আরেকরকম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বামীই নাই। যেই স্বামী এতদিন ভালবাসছে, সেই স্বামী চইলা (চলে) গেছে। আরেকজনের স্বামী আইসা (এসে) উপস্থিত হইছে তার দেহের মধ্যে। প্রেমই নাই। খোসাটা পইরা রইছে।

এই জিনিসটা nature এর against-এ (বিরুদ্ধে) হইল। কিন্তু nature allow করলো। এটা nature থেকে allowed হইল only for him. শুধুমাত্র তাঁর জন্য। তিনি ইচ্ছা করলে সবকিছু করতে পারেন। তিনি তাঁর খুশীমত যদি কিছু করেন, সেখানে কোন বক্তব্য নাই। কারণ তাঁর রেকর্ড unparallel (অতুলনীয়)। তিনি unlawful (বেআইনী) কোন কাজ করতে পারেন না। তিনি যখন করেছেন, প্রয়োজনেই করেছেন। সেই প্রয়োজনটা তোমাদের কাছে তর্ক। Nature এর কাছে তর্ক নয়; মীমাংসা। Problem solved একেবারে উতরিয়ে দেওয়া যায়।

এখন nature এর দিক থেকে আমাদের (জন্মসিদ্ধের) সাথে soul-এর (তোমাদের) relation-টা সম্পর্কটা হচ্ছে only for pleased। আমাকে যে disturb করবে, তাকে নেওয়া নিষেধ। আমি তোমার উপর খুশী, স্যাংশন্ হয়ে গেল।

এখন nature এর দিক থেকে আমাদের (জন্মসিদ্ধের) সাথে soul-এর (তোমাদের) relation-টা সম্পর্কটা হচ্ছে only for pleased। আমাকে যে disturb করবে, তাকে নেওয়া নিষেধ। আমি তোমার উপর খুশী, স্যাংশন্ হয়ে গেল। এখন যদি আমার উপরে গোসা করে, আমার সাথে ঝগড়া করে, নেওয়াই নিষেধ। তাদের আমি নিতে পারবো না। কারণ একটা সাধনার ফল সফল করতে যেখানে ২১ হাজার বছর ২১ ঘন্টা ধরে জপ করতে হয়, সেখানে শুধু একটু ভালবাসায় নিমেষে সেই ফল পাইয়া

যাইতে পার। শুধু সহজ সরল স্বচ্ছমনে খুশীচিত্তে থাকতে হবে। আমি তার উপর খুশী থাকলেই হইল।

কিন্তু এখানে এমন messenger (মেসেঞ্জার) লাগে পিছনে এবং ঐ খুশীটার মধ্যে এমন সমস্ত অশান্তির সৃষ্টি করতে থাকে যে, ঐটুকুই করতে দেবে না। নানারকম ভেজাল মিশাইয়া যাতে আমি খুশী না হইতে পারি, তার চেষ্টা করবে। যতটা বাচাঁইতে পারে, ওরা নিয়া যাবে।

কারও উপর যদি আমি খুশী থাকি, তাকে যদি বলি, 'বেশ, বেশ, বেশ।' এই যে এইটুকু বলছি, তাতেই হইয়া যাবে। খুশীটা maintained হওয়া চাই শেষ পর্যন্ত। আগে খুশী, পরে বাঁশ দিল, সে হইব না।

তা হইলে বুঝছো তো, আমি যার উপর খুশী থাকুম, তারেই লইয়া যামু। খুশী না হইলে নয়। খুশী না হইলে নেওয়াই নিষেধ। এই লাইনটাই হইল খুশীচিত্তে। আর কোন কিছু না। খুশী না হইলে নিতেই পারবো না। তবে আমি যদি বলি, সবাইরে নিয়া যাব, তার অর্থ সবাইর প্রতি খুশীচিত্ত হওয়া চাই, pleased হওয়া চাই। ৪ কোটি থাউক, খুশী হইলে ৪ কোটিই যাইব গিয়া।

কারও উপর যদি আমি খুশী থাকি, তাকে যদি বলি, 'বেশ, বেশ, বেশ'। এই যে এইটুকু বলছি, তাতেই হইয়া যাবে। খুশীটা maintained হওয়া চাই শেষ পর্যন্ত। আগে খুশী, পরে বাঁশ দিল, সে হইব না। আমি যখন কারও কথা চিন্তা করুম, খুশীচিত্তে যেন করতে পারি। সে ১০ বছর পরে হউক, ১২ বছর পরে হউক, তাতে কিছু আসে যায় না। কাছে থাকা বড় ভাল, আবার তাতে বিপদও আছে। একদিকে যেমন সবচেয়ে ভাল, আরেকদিকে সবচেয়ে বিপদ। কাছে থাকলে অনেক প্রমোশন, অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার সুবিধা থাকে মর্জির উপরে। অনেক benefit আছে। কিন্তু আবার damage (ড্যামেজ) হওয়ারও অনেক ভয় থাকে।

একজন একগ্লাস জল দিল, ঐ যে খুশী হইল, বাস্ একেবারে স্যাংশন্ পাইয়াই গেল গিয়া। একগ্লাস জলও দিতে লাগে না।

আমার কাছে আইল। আমি জিগাইলাম, (জিজ্ঞাসা করলাম), 'কেমন আছস্? ভাল আছস্ তো?' ঐতেই হইয়া গেল। তার লগে তো আমার বিরোধ হইল না কিছু। তার লগে (সঙ্গে) আবার ১৫ বছর পরে দেখা।

-- কিরে, ভাল আছস্ তো?

-- ঠাকুর, আপনার কৃপায় আমি আছি একরকম। এই যে খুশীতে খুশীতে হইয়া গেল। তার লগে কোন বিরোধ নাই।

আর কাছে থাইকা (থেকে) আজকে মান, কাল অভিমান। তাই এবার চিন্তা কইরা দেখ, কোন্টা ভাল? কাছে থাকা, না দূরে থাকা?

আমি বলি, দুইটাই ভাল। দুইটা দুইরকম। একটা হইল, স্যাংশন্ হইল দূরে থাইকা, কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আইল না। 'গুরু কৃপাহি কেবলম্' কইরা চলতাছে। হইয়া গেল।

আর কাছে থাকলে হয় কি, আজ ১ নম্বর স্যাংশন হইল। কাল ২ নম্বর স্যাংশন হইল। তার পরের দিন ৩ নম্বর স্যাংশন্ হইল। মর্জির উপরে বেশী বেশী খুশী হইয়া গেলাম তার উপরে। বেশী বেশী সার্ভিস (service) দিতাছে আমার। আরও বেশী খুশী হইয়া গেলাম। এক্কেবারে সাংঘাতিক হইয়া গেল। আবার মেজাজ এমুন খারাপ হইয়া গেল আমার উপরে যে, একেবারে দইমা (দমে) গেল। এই ব্যাপারে অন্য birth কইরা দিতে পারি আমি। এইটা আমি যে নিজে করতাছি, তা নয়। Nature-ই thought-এ thought-এ আমারে দিয়া করাইয়া নিতেছে। বুঝলা কথাটা? আমি যে করতাছি, সেটা ব্যক্তিগতভাবে নয়। Nature-এর thought-এ thought-এ (চিন্তায় চিন্তায়) তার উপরে (সেই ব্যক্তিটির উপরে) আমার thought-টা (চিন্তাটা) নামাইয়া দিতাছে থার্মোমিটারের মতো। তবে benefit-টাই বেশী হয়। যেমন ভূপেন আছিল এই ধরণের। মনাও ঠিক ভালই। মনার উপরে খুশী আছিলাম। মনারে ভালবাসতাম।

মনা এখন যাবে না। কিছুদিন পরে যাবে। একটা period আছে; তখন যাবে। এখন preparation হচ্ছে। মাটিটা কাঁচা থাকলে atmosphere-এর matter দ্বারা prepare করতে হয়। মাটিটা তৈরী হয়ে এখন শুকনো হচ্ছে। মাটিটা শুকিয়ে আগুনে দিয়ে পোড়ানো হয়। মনা preparation ground-এ আছে বায়বীয় জগতে। Prepared হচ্ছে বায়বীয় matter-এর দ্বারা। এমন matter আছে সজীব, ঐ sense-টাকে solid করে দেবে; এইসব, সবাইকে। সুন্দর solid করে। Automatically হয়ে যাচ্ছে। Growth হচ্ছে ভাল; আমি খুশী আছি। এই ভূপেনের মত খুশী থাকলেই হইয়া যায় গিয়া।

আমি যে করতাছি, সেটা ব্যক্তিগতভাবে নয়। Nature-এর thought-এ thought-এ (চিন্তায় চিন্তায়) তার উপরে (সেই ব্যক্তিটির উপরে) আমার thought-টা (চিন্তাটা) নামাইয়া দিতাছে থার্মোমিটারের মতো। তবে benefit-টাই বেশী হয়।

'এল্'*৭- এর মত হইলে হইব না; damage. আমারে জ্বালাইলেই মুস্কিল। আমারে যদি কলসী*৮ অবধি আইনা (এনে) দেয়, আর জ্বালানোর মধ্যে পড়তে হয়, আমি কি করুম।

আমি যদি না জ্বলি, আমার thought-এ (চিন্তায়) যদি ভাল থাকে, সেখানে thought-এই (চিন্তায়ই) লইয়া যাইব গিয়া। আমার সেখানে বিচারও করতে হয় না। Automatically হইয়া যায়। যারা মারা গেছে, তাদের মধ্যে অনেক আছে। তিলু*৯ আছে। তিলু খুব গুণী। তিলুর কথা

*৭ ইনি ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের এক পরম ভক্তের কন্যা, ইনি 'এল্' নামেই পরিচিতা। শ্রীশ্রীঠাকুর একে ভাল করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভাল হবার কোন সুযোগই তিনি গ্রহণ করেননি।

*৮ কলসী -- অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেকসময় মানুষ দড়ি ও কলসীর সাহায্যে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন কোন ভক্তশিষ্য তাঁকে এমন জ্বালাতন করেছে, যে সেই জ্বালাতনের মাত্রাটা বুঝানোর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর 'কলসী' শব্দটির উল্লেখ করেছেন।

*৯ তিলু - তিলোত্তমা বিশ্বাস। ঢাকার স্বামীবাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরোয়া বহু ভাষণে শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত হিসাবে 'তিলু'র উল্লেখ করেন। রাগ, অভিমান কোনকিছুই ছিল না তার। শ্রীশ্রীঠাকুরের শত বকাবকিতেও বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হয়ে সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন। তার মৃত্যুসংবাদ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্মশানে গিয়ে তার মৃতদেহে মাল্যদান করেন।

অনেক বলেছি। এসব কথা বলা নিষেধ। তবু বলি কেন? দৃষ্টান্তমূলক হিসাবে বলি। কি ধরণের হইলে স্যাংশন্ হয়, সেইটা জানানোর জন্য বলি। নিঃস্বার্থভাবে বলি বেশীরভাগই যায়। Easy তো। আমাকে অখুশী রাখার কারণ তো কিছু নাই। আমার লগে (সঙ্গে) ঝগড়া হওয়ার কারণ তো কিছু নাই। যতগুলি লোক আসে সবার উপর খুশী থাকি আমি।

'বাবা' বলে তারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাকে খুশীতে জড়িয়ে ধরে। তাদের সবার উপর খুশী আমি। সবগুলিকে আদর করি, দেখ না? সবাইরেই তো পার কইরা দিতাছি। বেশীরভাগই তো, সবই তো যাইতাছে গিয়া। ১০০র মধ্যে ৯৮ জনকেই পার কইরা দিতাছি। পার করণের লইগাই তো দিতাছি আমি; রাখনের লইগা (জন্য) না।

আমার এখানে যেটা বাইজা (আট্‌কে) যাইব, তাগো (তাদের) ব্যাস্। হইয়া গেল। আবার কে আইব রেকর্ড নিয়া তা আর কোনদিন বলতে পারা যাইব না। খুঁইজা আর পাওয়া যাইব না। এই বারে বারে জন্ম ৫০০ কোটি বছরেও হইতে পারে। আবার ৫০০০ কোটি বারও জন্ম নিতে পারে।

একটা সামান্য অশান্তির জন্য ৫ হাজার কোটি বার জন্ম? ৫ হাজার কোটি বার জন্মের পরে হয়তো তার একটু উন্নতি হইল। এই ৫ হাজার কোটি বার জন্মের পরে সামান্য একটু উন্নতিতে লাভ কি হইল? কিন্তু এই ৫ হাজার কোটি বার জন্ম সম্পূর্ণ কাইটা যাইতে পারে একটু খুশী, সামান্য একটু খুশীর ছোঁয়া লাগলে। আগেই বলেছি, এটা আমার হাতে নেই; প্রকৃতির খেয়াল। আট টাকার টিকিট কাইটা ১০ লাখ টাকা পাইয়া গেল।

সব কিছু নিয়াই আমারে খুশী করতে হইব, এমন কোন কথা নাই। অন্তরে তৃপ্তি থাকলেই হইছে। কিসে কিসে খুশী হবো, নাম তো কিছু নাই। কাজে-কর্মে, আচারে, ব্যবহারে, আলাপে আলোচনায় বাধ্যের থাকে না একরকম? নাম ধরে কিছু নাই। এই যে লোকগুলো

৫ হাজার কোটি বার জন্ম সম্পূর্ণ কাইটা যাইতে পারে একটু খুশী, সামান্য একটু খুশীর ছোঁয়া লাগলে।

খুশী হয়, নাম ধইরা ধইরা কাম করে? সবটা নিয়াই খুশী হইয়া যায় গিয়া।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমি যে কথাগুলি বলি, সেই কথাগুলোর গুরুত্ব দেবে।

না জেনে কোন কথা বলবে না। ধারণা করে চলবে না। না বুঝে কথা বলবে না। কানকথার ওপরে শুইনা (শুনে) কথা বলবে না। শোনা কথার ওপরে চলবা না। যে কথাগুলো বলবো, মনোযোগ দিয়া শুনবা। এই আর কি। কাছে থাকলে প্রমোশন পাওয়া যায়। ভাল প্রমোশন পাওয়া যায়। আর সেখানে যদি আমাকে তর্ক করতে হয়, বুঝাইতে হয়, ''ঠিক বলছি, সত্য বলছি'' ইত্যাদি আমাকে বলতে হয়, তাইলেই গোলমাল। আমি বুঝাবো না কিছু, আমি বুঝতে দেব না কিছু, কিসে কি হইতাছে? আমি ঠিক বইলা (বলে) যাব, তোমরা মন দিয়া শুনবা। 'না, ঠিক বলছি, ঠিক বলছি,' আমারে যেন বলতে না হয়।

এখন কিসে কি হয়, সেটা জানা গেল। কার কার হইতাছে, সেতো বুঝাইয়া বইলাই দিলাম। মনা, তিলোত্তমা, ভূপেন -- ওদের কথা তো বলছিই।

একটা কথা মনে রাখবা --

(১) আমি সহজে বিগড়াই না।

(২) আমি কারও ওপরে সহজে রাগ করি না।

আগে বুঝাইতে চেষ্টা করি। বুইঝা (বুঝে) নে। আমি chance দেই। সবসময় chance দেই। ভুল করছোস্ মনে হয়। বুইঝা নে। ফট্ করে রাগ করি না। বুঝাইলে যদি না বোঝে, তারপরেও যদি রাগ করে, আরও দুই একবার কইরা বুঝাই। আরও দুই, তিনবার কইরা chance দেই। তারপরেও যদি চেহারা দেখাইতে শুরু করে এক্কেবারে, তাহলে তো হইয়াই গেল।

আমার কাছে কোন কিছু লুকাইতে পারবা না। যা জিজ্ঞাসা করুম, পরিষ্কার কথা বলতে হবে। তুমি লুকাইবা? ঠাকুর তো এখানে নাই। লুকাইবা না। যা জিজ্ঞাসা করবো, ফটাফট বইলা দেবা। আর যখন যা নিষেধ করবো।

সেটা করতে পারবে না। কারণ মৃত্যুটা যখন আছে, আমি কেন বলবো না? মৃত্যুটা যদি না থাকতো, আমি বলতাম না। আমার ঠ্যাকাটা কি? এসব বলবার? মৃত্যুটা আছে যখন, আজকে আছ কালকে মরে যেতে পার। ঠিক আছে কিছু? আমি যদি না আটকাই, সবগুলি তো উল্টা হইয়া পড়বো আর মরবো। সেটা কেমন হইব?

আমি যেটা বলবো সেটাই correct (ঠিক) ধরে নেবে। Inner meaning-টা (অন্তর্নিহিত অর্থ) সবচেয়ে বড় কথা। আমি যখন একটা কথা বললাম, 'পাঁচ কথা,' 'সাত কথা' হোক, কি উদ্দেশ্যে বলছি, সেটা তোমার জানা নেই। একটা কথার উপরে তুমি একটা অর্থ করে নিলে, সেইটা বড় কথা না। আমার উদ্দেশ্যটা কি, সেইটা তুমি জানতাছ না। মনে কর, একটা অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়া আমি একজনের সঙ্গে কথা বললাম, গোপনে বললাম, ফিস্‌ফিসাইয়া কথা বললাম। তুমি মনে মনে একটা কিছু বুঝে নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, বুঝছি। এইটা বুঝছি।' কিন্তু আসল তত্ত্ব, আসল কথা, আসল কী, সেইটা ধরতে পারলে না। অন্য একটা অর্থ বার করে নিয়ে চলে গেলে। তাহলে হবে না।

তোমাকে ভাল করার জন্য এমনভাবে ঘুরিয়ে বলতে হবে, যাতে কোন reaction না হয়। Exact কথাটায় তোমার যাতে reaction না হয়, সেটাই উদ্দেশ্য। তোমাকে ভাল করাই আমার উদ্দেশ্য।

আমি যেটা বলবো, সেটা মেনে নেবে। আমি যেকথা বলবো, যে কথা দেব, সেটা নষ্ট করবো না। আমার কথা আমি নষ্ট করবো না। কিন্তু ঘুরাবো। ডানের পর বাঁয়ে নেব। বাঁয়ের পরে ডাইনে নেব -- মাকুর মতন। কেন ঘুরাইতাছি জান? কারণ exact কথা যদি তোমাকে বলতে যাই, সেটা হিতে বিপরীতও হইতে পারে। অনেক সময় হয়। তোমাকে ভাল করার জন্য এমনভাবে ঘুরিয়ে বলতে হবে, যাতে কোন reaction না হয়। Exact কথাটায় তোমার যাতে reaction না হয়, সেটাই উদ্দেশ্য। তোমাকে ভাল করাই আমার উদ্দেশ্য। নাহলে কথাটা বলতে আমার আপত্তি কি আছে? কোন আপত্তি নাই। কিন্তু exact কথাটায় যদি তোমার reaction হয়? তোমার যাতে ক্ষতি না হয়, তারজন্য এইভাবে বলা হ'ল।

আমি যদি সোনাগাছি গিয়া বইয়া থাকি, আমি বলতে পারি, 'সোনাগাছি গেছি, গিয়া নাচছি।' তাও বলার আগে তিনখান চিন্তা কইরা বলতে হইব আমার, 'হ্যাঁ, হইছিল, আমার এখানে আইছিল। আমারে নিয়া গেছিল।' শিব বলতে পারে, 'আমি straight গেছি গিয়া'। শিব বলতে পারে; বুঝছো তো? তার কোন বালাই নাই। সে তো সেইরকমভাবেই থাকে। যে যেভাবে বাস করে, সে সেইভাবে বলতে পারে। সে বাসই করে শ্মশানে, মরার কাপড় পরে। তারপক্ষে সব সম্ভব। আমি একটা সোসাইটিতে (সমাজে) বাস করছি। সোসাইটিতে বাস করতে হইলে সেইভাবেই চলতে হবে।

আমার বলতে আপত্তি কি আছে? reaction টা ওর হবে, পতনটা ওর হবে। তোমাদের ভালোর দিকে তাকিয়ে এইভাবে বলতে হবে।

আমি ঘোলা জলটারে refine কইরা ফিল্টার করতাছি। তোমরা খাইতাছ। তোমাগো খাওয়াইতেছি। শিব ডোবার জল খাইয়া ফেলাইল। সবার পক্ষে মুস্কিল আছে। আমি যদি বলি, ''সোনাগাছি*[১০] গেছিলাম। মাইয়াগো লগে (মেয়েদের সঙ্গে) নাচছি, মদের বোতল ধরছি, সবাই মিলা খাইছি, নাচছি,'' এইকথা বললে reaction হতে পারে। সুতরাং এই সত্যটাকে বজায় রেখে, আরেকটু colour দিয়ে অন্যভাবে বলবো, 'দেখ, এই অবস্থা। আমাকে ধরেছে, আমি গেছি।' পরিবেশ, সংস্কারকে বর্জন করার জন্য তাদের দিকে তাকিয়ে ..... এই করতে করতে আস্তে আস্তে করে finish করতে হবে। তা নাহলে আমার বলতে আপত্তি কি আছে? reaction-টা ওর হবে, পতনটা ওর হবে। তোমাদের ভালোর দিকে তাকিয়ে এইভাবে বলতে হবে। আমার বলতে আপত্তিটা কি?

*১০ সোনাগাছি -- এখানকার বহু মহিলা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিতা ও ভক্তশিষ্যা। শ্রীশ্রীঠাকুর যেদিন সেখানে যান, তারা সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার্চনা করেন ও তত্ত্বালোচনা শোনেন। তারা অকপটে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে স্বীকার করেন, ''বাবা, শুনেছি দেবাদিদের মহাদেব কুচুনিপাড়ায় যেতেন। তুমি ছাড়া আর কোন, গুরু, মহান এখানে আসেননি। আমাদের অন্তরে ঠাঁই দেননি। তুমিই আমাদের কাছে সাক্ষাৎ ভগবান।''

এখন একটা ছেলে আমাকে চায়, একটা মেয়েও আমাকে চায়। কিভাবে চায়, কেমন করে চায়, কোন্‌দিকে চায়, কার কি মনোগত ভাব, সেইটা সবটা খুইলা (খুলে) বলা উচিত না। এইতো 'ক'*[১১] আমাকে এইরকমভাবে চাইছে। 'খ' এইরকম ভাবে চায়। 'খ' চাইতে পারে। সবদিকে চাইতে পারে। সবরকমে চাইতে পারে। সেইটা খুইলা বলা সমীচীন হবে না। সবকথা বলা সমীচীন হবে না তোমার কাছে। ''আমি বলবো দেখ, এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তেঁতুলের নাম কইলে জিহ্বায় লালা আসে। তেঁতুলের কথা বলা যায়। Sex-এর কথা বলা যাবে না। যেখানে মানুষের পরিবেশ অনুযায়ী সংস্কার আছে, সেখানে বললে ভুল বুঝতে পারে। এইটা যদি ভুল না বুঝতো, তবে খোলাখুলি বলা যাইত। আমি যদি মণিপুরে*[১২] বা পাহাড়ে থাকতাম, তখন কিন্তু খোলাখুলি সব বলতে পারতাম''।

কেউ কাঁদলে চোখেও জল আসে, নাকেও জল আসে, জিভ দিয়াও লালা পড়ে। তিনটা জায়গা দিয়া সমানে পড়তে থাকে। তিনটাই sex, same thing; একই category. কিন্তু সেগুলিতো কেউ ধরি না। চোখের জলের কথা কইলে কেউ ভুল বুঝে না। নাকের হিঙ্গাইল (সিগ্‌নি), জিভের লালা -- সেই কথায়ও কেউ ভুল বুঝে না। কিন্তু হিসি দিয়া যখন লালা বাইর হয়, সেইটা কাউরে কইতে গেলেই ভুল বুঝে। বুঝছো কথাটা? হিসির লালার*[১৩] কথা যারে শুনাইলা, সে চিন্তা কইরা বলবে, 'এইতো আছে কিছু।

*১১ 'ক' 'খ'- সুখচরধামে অনেক ভাইবোনেরা থাকতেন। বাইরে থেকেও অনেকে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। ঘরোয়া আলাপের সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝানোর সুবিধার জন্য অনেকের নাম ধরে ধরে বলতেন। প্রয়োজনের স্বার্থে নামগুলি উল্লেখ না করে 'ক' 'খ' ইত্যাদি রূপে বলা হয়েছে।

*১২ মণিপুরে ও অনেক পাহাড়ী অঞ্চলে এক সময়ে মানুষ উলঙ্গ হয়ে থাকতো। প্রকৃতির দান এই সুন্দর দেহকে কোন আবরণে (পোষাকে) আবৃত করা তারা অসভ্যতা বলে মনে করতো। তাদের কাছে সবই ছিল খোলাখুলি। শহরের কোন মানুষকে তাদের কাছে যেতে হলে পোষাক খুলে রেখে যেতে হত। শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু ভাষণে আমরা এটা জেনেছি।

*১৩ হিসির লালা -- শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, শুধু মূত্রদ্বারই লিঙ্গ নয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই লিঙ্গবৎ। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারই sex। এই বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা শুনে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন বোস তাঁর চরণে মাথা নত করেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্ব-আলোচনা শোনার জন্য দীর্ঘদিন তিনি তাঁর কাছে এসে বসে থাকতেন। সত্যেন বোসের বাবা এবং মা, দুজনেই শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত হয়েছেন।

জানি কিছু একটা আছে।' এইজন্যই সব কথা খোল্‌সা কইরা (খোলাখুলিভাবে) কওন (বলা) যায় না। জায়গা বিশেষে একটু অন্যরকমভাবে কইতে (বলতে) হয়। না হইলে আপত্তির কি আছে? আমার বলতে তো কোন দ্বিধা নাই। বলতে হয় তাদের জন্য যারা ভুল বুঝবো, সন্দেহ করবো। মারা পড়বো অরা (ওরা), পতন হইব অগো (ওদের)। আমার কি? বুঝছো?

এইগুলি গভীর তত্ত্ব; এইগুলি বুঝতে হয়। এরকম তত্ত্ব কেউ কইব না। এই তত্ত্ব কইতে গেলে এখানকার লোকেদের, শাস্ত্রকারদের আবার জন্ম নিতে হইব। এই তত্ত্ব আমি বইলা যাব। Mathematical তত্ত্ব এইটা। এত সুন্দর তত্ত্ব, সহজ কইরা কইয়া যাব আমি। একই দরজা - এক, দুই, তিন, চার। সব এক ধরণের। এক বস্তু, এক তত্ত্ব। বুঝের মধ্যে আসবে না কেন? তেঁতুল গুললে কি কান দিয়া রস পড়ে? নাক দিয়া রস পড়বো? তেঁতুল দিয়া, নুন দিয়া, লঙ্কা দিয়া বারেবারে কইলে জিভে রস আইয়া (এসে) পড়ে। বেশী বারে বারে কইলে একটু আসে না? হ্যাঁ।

সবার সময়েই আসে। কি বল? এই আসল কথাটা, সত্য কথাটা, যে-ই স্বীকার করতে যাইব, সে-ই দোষী হইব। দোষ নিজেরা তৈরী করছে। স্ত্রী যদি স্বামীর কাছে গিয়া কয়, 'দেখ, উত্তম*[১৫] কুমাররে দেইখা আমার এইরকম হইছে'। স্বামী বলবে, 'এ্যাঁ?'

মনে কর, তোমার লগে (একজনের) 'ক'-এর ভাব আছে। মনে কর, খুব বেশী ভাব। সে আমার লগে কাউরে কথা কইতে দেখলেই সন্দেহ করে। এখন আমারে তো সবাই ভালবাসে। আর একজন চুপ কইরা আমার লগে কথা কইতে গেছে। আমি বলি, 'দ্যাখ, তুই আইলে (আসলে) আমারে সন্দেহ করে। তুই আমার কাছে বেশী আসবি না।' 'ও' বাথরুমে চুপ কইরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা কইতাছে। 'ও' কিন্তু ভালই কইতাছে।

*১৫ উত্তম কুমার ষাটের দশক থেকে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের একচ্ছত্র মহানায়ক এবং Romantic hero, আজিও তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

আমি কইতাছি, 'তুই আমার কাছে বেশী আসিস্ না। সইরা (সরে) থাকবি সবসময়। আমি অশান্তি করতে চাই না। 'ক' আমারে খুব ভালবাসে; বিশ্বাস করে। তুই সইরা সইরা থাকিস্।'

সে কয়, 'না, আমি সরবো কেন?' আমার হাত ধইরা টানাটানি করতাছে। এমনি কপাল, 'ক' গেছিল বাজারে। বাজার থিকা (থেকে) আইয়া (এসে) তো দেইখা ফেলাইছে। -- এইতো ফাঁকে ফাঁকে কথা কয়। আমি মাত্র একটু বাইরাইছি। আইয়া দেখলাম এই।

বাজার থিকা আওনের (আসার) সময় দেখছে। আমি অরে বুঝাইতেছি, 'তুই বেশী আসবি না। আমারে ভালবাসা দেখাবি না। 'ক' আমারে খুব ভালবাসে। আমি তাকেই ভালবাসতে চাই। তুই একটু আড়ালে থাকবি। বেশী মিশবি না। আমার দিকে তাকাবি না।' এই কথাটা অরে ভালভাবে বুঝাইতেছি।

বুঝাইতে গিয়া 'ও' চোখের জল ফেলাইতেছে। -- 'না, আমি পারবো না,' কইতাছে। আমি অরে ষাইট্, ষুইট্ করতাছি।

এদিকে 'ক' আইসা চুপি দিয়া দেখছে। দেইখাই (দেখেই) তো অর হইয়া গেছে গিয়া। বুঝলি? আবার যে মেয়েটি আমার লগে কথা কইতে আছিল, সে 'ক'-রে দেইখা ফেলাইছে, আর তাড়াহুড়া কইরা গিয়া বাসন মাজতে বইসা পড়ছে। 'ক' দেখলো, 'ও' বাসন মাজতাছে।

আমি 'ক'-রে বললাম, বাজার থেকে আসলি নাকি?

-- থাক, থাক, থাক। কেন হঠাৎ আমি আসাতে অসুবিধা হয়ে গেল, না? আমি দেরীতে আসলে সুবিধা হতো?

-- কেন, এইকথা বললে?

-- হ্যাঁ, যা দেখলাম। আর লুকাবে না। ফাঁস হয়ে গেল।

-- কি লুকালাম? লুকানোর কি হয়েছে?

-- আর চোখে ঠুলি দিতে পারবে না। সব ধরা পড়ে গেছে। চক্ষের সামনে সব দেখে গেছি। তারপরে আর উপায় নাই। আমারে দেইখা অরে ভাগাইয়া দিছ। এখন বাসন মাজতে গেছে গিয়া।

আমি দেখতাছি, এখনি অশান্তি শুরু করবো। বললাম, 'আমি কি বলেছি, জান?'

-- থাক, থাক। আর সাধুগিরি করতে হবে না। ভাগ্যিস্ একটা টেপ-রেকর্ড ছিল। আর সেটা ছাড়া ছিল। তারপর টেপ-রেকর্ডটা ছেড়ে দিলাম। টেপ-রেকর্ডটা শুনলো। শুনে mood-টা change হলো। শুনে বুঝলো, না, খারাপ তো কিছু বলে নাই। ভালই তো বলছে।

কোথা থেকে, কিভাবে, কোথায়, কার কি বিষয়, একটু নিরিবিলিতে বলতে হয়। সবার সামনে তো সব কথা বলা যায় না। তাই ধারণার উপরে চলতে হয় না। কোনদিনই না। যদি সত্যিও হয়, তাও বলতে নাই। হিতে বিপরীত হইয়া যায়। এইটা যদি check কইরা চলতে পার আর ত্যাগ স্বীকার কইরা চলতে পার, তাইলে আর কোন গোলমাল থাকবে না। আমি ছিঁড়া ছিঁড়া বইলা দেব, সংসারে কি চলছে? সমাজে কি চলছে? সংসারের ব্যাপারটা কি?

মনে কর, কোন মেয়ে কোন ছেলেকে বুঝিয়ে দিল, 'তুমি আমাকে ভালবাসবে না। তুমি আমাকে অশান্তি দেবে না। আমি engaged'. মেয়েটি সত্যি কথাই বললো ওকে। ছেলেটিকে জানিয়ে দিল, 'আমি তোমাকে সেভাবে গ্রহণ করতে পারছি না। তুমি মনে কিছু কোর না।' ছেলেটি মেয়েটির কথায় দুঃখ পেতে পারে। কিন্তু সে মনের দিক থেকে প্রস্তুত হতে পারবে। ছেলেটি বললো, 'আমি বুঝতে পারিনি। তুমি যে আমাকে সত্যি কথা বললে, আমি খুশী হলাম'। সে মনের দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে গেল।

ধারণার উপরে চলতে হয় না। কোনদিনই না। যদি সত্যিও হয়, তাও বলতে নাই। হিতে বিপরীত হইয়া যায়। এইটা যদি check কইরা চলতে পার আর ত্যাগ স্বীকার কইরা চলতে পার, তাইলে আর কোন গোলমাল থাকবে না।

এই কথা বোঝাতে গিয়েই ধরা পড়লো। ভাবছে, বুঝি প্রেমের কথা বলতাছে। বুঝছো তো? বোঝ নাই?

আবার এও আছে। মনে কর, একজন পঞ্চাশজনকে ভালবাসছে। একজন পাঁচজনকে ভালবাসছে। ভালবাসার তারতম্য আছে। সবসময় মনে করবা, সমুদ্র পড়ে আছে। যে যতবড় পাত্র নেবে, সে ততবেশী জল নেবে। কথাটা বুঝলে?

আমার যে প্রেম, আমার যে তত্ত্ব, তত্ত্বের যে গভীরতা, আমি বিস্তীর্ণতায় রেখে দিয়েছি। তুমি যদি এখন একটা চরণামৃতের শিশি নিয়া সমুদ্রের থিকা জল নাও, তুমি তার থিকা বেশী কি আশা করবা? বড় হাঁড়ি নিয়া জল নাও, বড় মোট্‌কী নিয়া জল নাও, ততবেশী তুমি পাবে। তোমার প্রেম নিবেদন যত বেশী ব্যাপকতায় করবে, ততবেশী তুমি benefited হবে। তুমি কাছ থেকে যত বেশী হরণ করবে, যত বেশী টানবে, ততই তুমি পাবে। টিউবওয়েলটা কি কইব, আমি অমুকরে বেশী ভালবাসি, তমুকরে বেশী ভালবাসি? তা নয়। সে বলবে, আমি ভালবাসার জন্য রয়েছি। যে যতবেশী পাম্প দিয়া আমারে নিবা, আমি তার কথাই বলবো। আমি কারও পক্ষে প্রতিপক্ষে নেই। যে যতবেশী পাম্প করবে, সে ততবেশী পাবে। আর কিছু চাও?

আমার যে প্রেম, আমার যে তত্ত্ব, তত্ত্বের যে গভীরতা, আমি বিস্তীর্ণতায় রেখে দিয়েছি। তুমি যদি এখন একটা চরণামৃতের শিশি নিয়া সমুদ্রের থিকা জল নাও, তুমি তার থিকা বেশী কি আশা করবা?

তখন একজন বললো, পাম্প করতে করতে তো মোট্‌কী, টিন, বালতি, বাটি সব ভইরা ফেলাইলাম (ভরে ফেললাম)।

আরেকজন বললো, আমি মেশিন fit করবো। ঐটা খুইলা মেশিন fit কইরা একেবারে tank ভইরা (ভরে) ফেলাইল। অনেক বেশী হইয়া গেল। পুকুরটা ভইরা ফেলাইল এইখান থিকা জল নিয়া। সে বেশী প্রেম নিয়া গেল। বুঝছো তো? বলার কিছু নাই। সে কিন্তু

মৃত্যুকে সামনে রেখে চলবে। মৃত্যুকে সামনে রেখে সবকথা বলবে। তবেই পরিষ্কার থাকবে।

পুকুর ভরার পরেও বলছে, 'আমারে কত নিবা? নাও না।'

সুতরাং বালতি যদি হিংসা করে কলসীর লগে, ঠকবে। কলসী যদি হিংসা করে মোট্‌কীর লগে, হিংসা করবে। মোট্‌কী যদি হিংসা করে পুকুরের লগে, ঠকবে। এখানে হিংসার ব্যাপার নাই। এখানে টানের ব্যাপার। যে টানবে, সে-ই পাবে। সূর্যদেব উঠছেন আর বসে বসে হাসছেন, কি রাজত্বে বাস করছি। আমারে দেখে সব ছাতি মুরা দিচ্ছে। সবাই ছাতি লইয়া চলে। আমারে ঢাইকা চলে। কথার কথা বলছি। সবাই ছাতি মুরা দিয়া ঘুরতাছে।

এই প্রেম হল ভিতরের প্রেম। যে টানবে, সে পাবে। অফুরন্ত প্রেম, অফুরন্ত প্রেমের ভান্ডার। কেউ বিমুখ হবে না। কেউ বলতে পারবে না, আমি শেষ। মাটি কইব, 'আমি প্রেমের সাগরে আছি।' পুঁটি মাছ থেকে শুরু করে সব মাছ সাগরে বাস করছে। শুনতে পাইতাছ সব? বুঝতে পারতাছো তো সব? কিন্তু বাদ দিতে হবে তোমাদের মান, অভিমান, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা, ধারণা, কানকথা আর শোনাকথায় চলা। এগুলো সব বাদ দিতে হবে। এগুলো রাখবেই না মনে এবং যা কিছু বলার সুন্দরভাবে বলবে। অন্য কোনকিছুই রাখবে না। আর মৃত্যুকে সামনে রেখে চলবে। মৃত্যুকে সামনে রেখে সবকথা বলবে। তবেই পরিষ্কার থাকবে।

* অত্যন্ত দুরূহ বিষয় সহজভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তত্ত্ব আলোচনার সময়ে একই কথার পুনরুক্তি করেছেন। বিষয়টি সকলের মনে গেঁথে দেবার জন্য এই পুনরুক্তির অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই আমরা তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী সেইভাবেই তুলে ধরেছি।